ইস্তেআ'যা

ধর্মতত্ত্বের জটিল প্রশ্নোত্তর

এই জ্যোতিটি اَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ উক্ত অংশটি তেলাওয়াত করত আশ্রয় প্রার্থনা করার রহস্যের সাথে সংশ্লিষ্ট।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

وَقُلْ رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ * وَاَعُوذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَحْضُرُونِ

(শয়তানের কুমন্ত্রা থেকে মুক্তির রহস্যের সাথে সংশ্লিষ্ট এই তেরতম লামআতে তেরটি ইশারা উল্লেখিত হবে। এই ইশারা সমূহের একাংশ ব্যতিক্রম, পরবর্তীতে ছাব্বিশতম বাণীর ন্যায় অন্যান্য রিছালাতে আলোচনা ও প্রমানীক ব্যাখ্যা করার কারণে এখানে সংক্ষেপে আলোচনা হবে)

প্রথম ইশারাঃ প্রশ্ন- এই বিশ্বভ্রম্মান্ডকে সৃষ্টির ক্ষেত্রে শয়তানদের কোন রকম হস্তক্ষেপ না হওয়াটা, এমনকি জনাবে আল্লাহ, তার রহমত ও সাহায্য আহলে হক্বের সঙ্গে থাকাটা, এমনকি হক্ব ও হাক্বিক্বাতের চাকচিক্যময় সৌন্দর্য ও উত্তম আদর্শ সমূহ তাদের জন্যে উৎসাহ উদ্দীপনা ও অনুপ্রেরণা যোগানোটা একেবারে স্পষ্ট। এখন পথভ্রষ্টতার নিকৃষ্ট কুর্কীতি সমূহকে এই অনাচারীরা সর্ব ক্ষেত্রে ব্যবহার করার অবস্থায় এই শয়তানের দলেরা কিভাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিজয় অর্জন করে এখানে হিকমত বা রহস্যটা কি? তারি সাথে আহলে হক্ব, সর্বাবস্থায় শয়তানের কৃপ্রভূত্তি থেকে জনাবে হক্বের কাছে পানাহ চাওয়ার পিছনে রহস্য কি?

উত্তরঃ হিকমত ও রহস্য হল এই যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই পথভ্রষ্টতার অনাচার ও অনিষ্টতা, নেতিবাচক এবং বিধ্বংসীমূলক এবং অস্তিত্বহীন ও বিনাশমূখী হিসেবে বিবেচিত । আবার অধিকাংশ লক্ষ ক্ষেত্রে সৎপথ ও মঙ্গলপথ হলো ইতিবাচক এবং অস্তিত্বময় ও নির্মাণ এবং মেরামত পূর্ণ উন্নয়ন এর সাথে জড়িত। সকলের জানা যে, বিশজন ব্যক্তি বিশ দিনে যে **ঘরটি** নির্মাণ করে, উক্ত ঘরকে একজন ব্যক্তি এক দিনে ধ্বংস লিলায় রূপান্তর করতে পারে (একটি মেছের কাটি বা বোমা মেরে)। হাঁ, মানবের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের এবং সামাজিক জীবনযাপনের উপাদানের অস্তিত্ব প্রাপ্তির দ্বারা তার জীবন ধারণীয় অস্তিত্ব মহান যুলজালাল স্রষ্টার কুদরতের প্রতি নির্ভরশীলতায় বিশেষায়িত হওয়ার অবস্থায় কোন একজন অত্যাচারী জালিম তার একটি অঙ্গকে কর্তন করার কারণে জীবন যাপনের অধিকারের বিবেচনায় **অঙ্গ**কে কর্তন করার বিলোপীত পথের একটি অঙ্গের কর্তন যা সংঘটিত করতে পারে মরণ , এবং ঐ মৃত্যু দ্বারা ক্ষতি সাধন মূলক অবস্থার সৃষ্টি হয়। এই জন্যেই তো "আততাখরীবু আছহাল মিনা ততা'মীর" গড়ার চেয়ে তা ধ্বংস করা সহজ, উক্ত প্রবাদ বাক্যটি চলমান রয়েছে।

সুতরাং **এই জন্যে আহলে দালালতকে বাস্তবতায় দেখা যায় দূর্বল এক ক্ষমতা দিয়ে অতি মজবুত ও শক্তিমান হকপন্থীদেরকে মাঝে মধ্যে গায়েল করে ফেলে**। কিন্তু এটা সত্য যে, সত্যবাদীদের এমন এক সুদৃঢ় ও চমৎকার একটি দুর্গ আছে যে, যেখানে তারা যখন নীজেকে সুরক্ষিত ও আশ্রয় নেয়, তখন ঐ ধ্বংসাত্মক দুশমনরা আর তাদের ধারে কাছেও আসতে সক্ষম হয় না। কোন প্রকার অনিষ্টতাও করতে পারে না। তথাপি উপস্থিত কোন ক্ষতি করতেও যদি পারে তাতেও

وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ আলোচ্য আয়াতাংশের রহস্যের দ্বারা বুঝা যায় চিরকালীন এমন এক সওয়াব ও ফায়দা এর দ্বারা ঐ ক্ষতিটাকে অপনোদন বা ক্ষতিপূরণ পুষিয়ে দেয়া হয়। তাই এই সুসংহত দুর্গ, এই অশ্রিত স্থল হল মুহাম্মদ (স.) এর শরিয়ত এবং তার প্রদর্শিত আদর্শ সমূহ।

দ্বিতীয় ইশারাঃ প্রশ্ন = সমস্ত দুষ্কৃতির কেন্দ্র হওয়া শয়তানদেরকে সৃষ্টিকরণ এবং শয়তানেরা আহলে ঈমানকে কুকীর্তিতে প্ররোচনা দেওয়া এবং এই শয়তানের অন্যায় পথে উৎসাহ প্রদানের ফলে অসংখ্য মানব কুফুরিতে নিমজ্জিত হয়ে জাহান্নামী হওয়া এটা অত্যান্ত ভয়ংকর ও অনাচারী এক ব্যাপার মনে হয়। তাহলে, মহান রব যিনি অতি মহিমাময়তার অধিকারী, যিনি পরম দয়ালু এবং এই আসল কৃপার মহান মালিকের রহমত ও তার মহান উজ্জলতা এই সীমাহীন অনিষ্টতাকে এবং এই ভীতিকর ভয়াবহ শয়তান দ্বারা প্রদত্ত এমন অনৈতিক অমানবিক অবস্থান তৈরী করাকে কিভাবে তিনি অনুমোদন দেন ও রাজী থাকেন। কিভাবে জায়েজ প্রদর্শন করতেছেন? এই বিষয়টা অনেকে জিজ্ঞেস করেছেন এবং অনেকের মনে দোল খায়।

উত্তরঃ শয়তানের উপস্থিতে, অস্তিত্বে আংশিক অনিষ্টতার সাথে সাথে অসংখ্য সার্বিক মঙ্গলের উদ্দেশ্যাবলী এবং মানুষের পরিপূর্ণতার ইঙ্গিত নিহিত আছে। অবশ্যই একটি বীজ থেকে বিশাল এক গাছ পর্যন্ত হওয়ার যে পরিমাণ ধাপ সমূহ রয়েছে তার চেয়ে আরও অনেক গুণ বেশী মানুষের মাহাত্মতা পর্যন্ত পৌছানোর ক্ষেত্রে ধাপের অবস্থান বিদ্যমান আছে।

বরং এই ধাপগুলো যেমন অনু, পরমাণু থেকে সুদূর থেকে বহুদুর সূর্য পর্যন্ত যে ধাপ রয়েছে তার ও সমমান। এই যোগ্যতার বিকাশের জন্য নিঃসন্দেহে এক গতিময়তা এক প্রচেষ্টা জরুরী হওয়ার দাবী রাখে আর এই কর্মক্রমের উন্নতির ঘড়ির কাটা হলো সাধনা (মুজাহাদা) আর সংগ্রাম করাটা হলো শয়তানদের এবং অনিষ্ঠকর অবস্থার উপস্থিতিতেই হয়। নতুবা ফেরেস্তাদের ন্যায় মানুষের মর্তবা ও নির্দিষ্ট হয়ে থাকত। তখন আর মানবের অভ্যন্তরে হাজার হাজার শ্রেণী বিন্যাস পাওয়া যেত না, যাবে ও না। **একটি সাময়িক আংশিক মন্দতর ক্ষতি থেকে বাচার জন্যে হাজারটা কল্যাণী কাজ কে এড়িয়ে যাওয়া হিকমত ও আদালতের সুবিচারের পরিপন্থী**। অনাকাংখীত শয়তানের কারণে অধিকাংশ মানুষ প্রথভ্রষ্টতার প্রতি ঝোকে আছে। কিন্তু তাৎপর্য ও গুরুত্বের দৃষ্টিতে বেশীর ভাগই মান ও ধরনের প্রতি লক্ষ করা হয়। সংখ্যা পরিমাপের প্রতি অল্প লক্ষ করা হয়, নতুবা করাই হয় না। দৃষ্টান্ত স্বরুপ, এক হাজার দশটি বীজের মালিক এই বীজগুলোকে বপন করার পর যদি মাটির তলদেশে রাসায়নিক প্রক্রিয়াজাতের কারণে কেবল **দশটি বীজ** থেকে গাছ অংকুরিত হয় আর হাজারটা বিফলে যায়, তাহলে ঐ দশটি বীজ যেগুলো বৃক্ষে রুপ নিয়েছে এগুলো ঐ মালিকের জন্যে উপকার বয়ে আনবে নিশ্চই হাজারটা নষ্ট হওয়ার ক্ষতিকে এই দশটি বৃক্ষ অংকুরিত হয়ে শূন্যের কোটায় নিয়ে আসবে। ঠিক তেমনিভাবে ও নফস ও শয়তানদের বিপরীত সংগ্রাম, প্রচেষ্টার দ্বারা তারকারাজীর ন্যায় মানবজাতীকে সম্মানের আসনে সমাসীনকারী এবং নূরান্নীতকারী দশজন কামিল মানুষের পরিপূর্ণতার ধরুন এই মানব জাতীতে আগত লাভ, মর্যাদা, এবং মূল্যায়ন নিঃসন্দেহে ভীম- পোকার ন্যায় বিস্তৃত ক্ষতির পরিমাণে যা নিচুমানের আহলে গোমরাহ এর কুফুরিতে প্রবেশের দ্বারা মানবতার ক্ষতিকে একেবারে ক্ষতিহীন অবস্থায় নিয়ে আসে। ফলে বাহিক্যভাবে দেখতে পাওয়া খোদায়ী রহমত হিকমত এবং এলাহীর বিচারে শয়তানদের এই অস্তিত্বের ব্যাপারটা অনুমোদন করতঃ ন্যায্যহীন কর্মকান্ডে শয়তানদের অর্পন করেছেন।

হে ঈমানদারগন! এই ভয়ংকর দুশমনদের সম্মুখে তোমাদের বল্লম হলো কোরআনের টেবিলে প্রদত্ত খোদাভীরুতা। এবং তোমাদের হাতের ঢাল হলো রাছুল সঃ এর আনীত আদর্শ এবং অস্ত্র হলো রবের কাছে পানাহ, ক্ষমা প্রার্থনা ও খোদায়ী আশ্রয় কামনা করা।

তৃতীয় ইশারাঃ প্রশ্নঃ মহাগ্রন্থ আল কোরআনে যারা পথভ্রষ্ট তাদের কর্মকান্ডের বিপরীত শক্ত অভিযোগ এবং তাদের কর্মকান্ডকে অনেক বেশী মূল্যায়ন সূলভ এবং কঠোরভাবে হুমকি দেওয়াটা সাধারণত বাহ্যিকভাবে এমনটি করা ন্যায় বিচারমূলক, অলংকারের ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে সংশ্লিষ্টতা এবং সত্য বিচারে ভারসাম্যতা এবং ন্যায্যতার প্রতিষ্ঠায় মানাসাই মনে হচ্ছে না। স্বভাজাতভাবে পথভ্রষ্ট অক্ষম কোন ব্যক্তির বিপরীতে যেন বিশাল এক সৈন্যদলকে ব্যবহার করা হচ্ছে। এবং ঐ ব্যক্তির আংশিক ও ক্ষুদ্র এক কাজের জন্যে হাজার হাজার হত্যার ন্যায় অপরাধের তুল্য হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এমনকি বাদশাহীর পরিচালননায় যে ব্যক্তির না কোন অবস্থান বা হাত রয়েছে, এমতাবস্থায় তাহাকে বাড়াবাড়িকারী এক শিরককারীর ন্যায় তাহাকে তুলনা করে তার উপর অভিযোগ আনা হচ্ছে। এলাহীর আদেশ এমনটি হওয়ার রহস্য ও হিকমতটা আসলে কি?

উত্তরঃ এর তাৎপর্য ও বিচক্ষণতা হল এই যে, শয়তানদের এবং তাদের অনুসারীরা পথভ্রষ্টতায় ধাবিত হওয়ার কারণে ছোট কোন কাজের দ্বারা অনেক বেশী ধ্বংসলীলা সংঘটিত করতে পারে। এবং অসংখ্য মাখলুকাতের অল্প কোন কর্মের দ্বারা তারা ভয়ানক ক্ষতি করছে। উদাহরণ স্বরুপ কোন বাদশাহর বড় কোন ব্যবসায়ী জাহাজের মধ্যে কর্মরত কোন ব্যাক্তি তার কোন কর্মের দ্বারা হতে পারে ছোট কোন দায়িত্ব আদায় না করার দ্বারা ঐ জাহাজের সাথে সংশ্লিষ্ট সমস্ত দায়িত্ববান কর্মচারীদের মেহনতের ফসল তাদের পরিশ্রমের ফলকে নষ্ট করে এবং তাদের কৃতকর্মের সফলতার তরে বাধা হওয়ার কারণ হওয়ার ফলে, ঐ জাহাজের সম্মানিত মালিক মনে করেন ঐ অপরাধীকে ঐ জাহাজের সাথে থাকা কর্মকর্তাদের পক্ষপাতিত্ব করে অভিযোগীতার সুর তুলে ধরে মারাত্মক এক হুমকির অধিকারী হচ্ছে। শুধু তাই নয়, তার কৃত ক্ষুদ্র ভূলের জণ্যে নহে বরং ঐ কাজের ভয়ংকর ফলাফল যা সবাই ভোগ করবে সকলের ক্ষতির অবস্থানকে সামনে এনে তাদের অধিকার হরণের কারণে ঐ বাদশাহ তাহাকে কঠোর বিচারের সম্মুখীন করছেন। এই দৃষ্টান্তের ন্যায় মহাপরাক্রমশালী আদি, অনন্ত, সুলতান আল্লাহ এই ভূ-পৃষ্ট নামী জাহাজের মধ্যে অবস্থানকারী সৎপথের পথিকদের সাথে সাথে অবস্থানী কু -কর্মী হওয়ার দল শয়তানের পথিকদের বাহিক্যভাবে তাদের ক্ষুদ্র পাপের কারণে এবং তাদের মন্দ কর্মের কারণে অসংখ্য মাখলুকাতের অধিকারকে হরণ করাতে সৃষ্টিকুলের উত্তম কর্মের বিপরীত অনিষ্টতার ফলাফল হিসাবে তাদের প্রতি এ কঠোর অভিযোগ এবং ভীতিকর হুমকি ও ধ্বংসাবলীর বিপরীত শক্তভাবে দেখানো হচ্ছে, ভাষার অলংকারের পরিপন্থী নহে বরং এটা পূর্নাঙ্গ অলংকারের ব্যবহার ও প্রকৃতিকভাবে চিরসত্য হিকমত এবং অতি যথোপযুক্ত সিদ্ধান্ত। এবং এটা অবস্থার প্রেক্ষাপটের পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার যে, এটাই সাহিত্য ধনাঢ্যতার পূর্ণ রুপ এবং ভিত্তি এবং অনর্থক কথা হওয়া থেকে অতি বিশুদ্ধ ও পবিত্রতর বিচার। জানা কথা যে, এরকম অল্প কাজে বিশাল ক্ষতিকারক ভয়ংকর শয়তানদের বিপরীত অত্যান্ত মজবুত এক দুর্গে আশ্রয় না নেওয়া লোকেরা সীমাহীন পেরেশান থাকবে। সুতরাং হে ঈমানদারগণ! অতি শক্তিশালী এই লোহাতুল্য এবং আসমানী দূর্গ হল কোরআনে কারীম, এর ভিতরে প্রবেশ করো এবং নীজেকে হেফাজত ও রক্ষা করো।

চতুর্থ ইশারাঃ অনিষ্টতার ভীত্তি হল বিলোপ বা শূন্যতা আর কল্যাণের ভীত্তি হল অস্তিত্ব, এ কথার সাথে ব্যুৎপত্তিশীলগণ ও অহলে কাশফ একমত পোষণ করেছেন। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রেই মঙ্গল, সৌন্দর্যতা ও পরিপূর্ণতা উপস্থিত অস্তিত্বের সাথে সম্বোধিত এবং তার প্রতিই ফিরে। বাহিক্যভাবে দেখতে অস্তিত্বহীন লাগলেও মৌলিকভাবে ইতিবাচক ও স্থিতিশীল। অন্যদিকে পথভ্রষ্ট, অনিষ্ট, বিপদাপদ, বালা মুসিবত, গুনাহ সমূহের ন্যায় সমস্ত নোংরামীর ভীত্তি, মূল হল অস্তিত্বহীনতা, নেতিবাচক। তাই এদের মধ্যে থাকা মন্দতা ও নোংরামী অস্তিত্বহীনতা থেকে প্রতিষ্ঠিতি হয়। অনাকাংখিতভাবে বাহ্যিক দৃষ্টিতে যদিও দেখতে লাগে তা ইতিবাচক ও অস্তিত্বময়। কিন্তু মৌলিকভাবে এগুলো বিলোপ থেকে, অস্বীকৃতি থেকে, শূন্য থেকে।

একইভাবে স্পষ্টত: প্রমাণিত যে, কোন দালানের ন্যায় কোন বস্তুর অস্তিত্ব তার সমগ্র অন্যান্য অংশাবলীর তথা শিলার বা দেয়াল ইত্যাদির অস্তিত্বের দ্বারাই তার অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। অথচ এত কিছুর সমন্বয়ে ঘটিত এই দালানের একটি মাত্র অংশকে ক্ষতি করিলে **তামাম ভবন ধ্বংশে পড়বে যেমন একটি পিলার**। এবং অস্তিত্ব সব সময় অস্তিত্বপূর্ণ একটি কারণ বা মাধ্যমকে তলব করে। বিশুদ্ধ একটি কারণের প্রতি ভিত্তি স্থাপন করে। অন্য দিকে শূন্যতা বা নাই কিছু শূন্যতাপূর্ণ কোন বস্তুর প্রতি শূন্য হিসেবে ভিত্তি স্থাপন করে। অস্তিত্বহীন কোন কিছু অস্তিত্বহীন কিছুর কারণ হয়।

সুতরাং এই দুটি নীতিমালার উপর নির্ভর করতঃ ব্যাপারটি এমন হয় যে, মানুষ ও জীন শয়তানের এই দুনিয়ার ভীতিকর ক্ষতিকর কর্মকান্ড সমূহ এবং ভীন্নমূখী কুফুরি, অনিষ্টতা, দালালাত ও এবং ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম চালিয়ে যাবার অবস্থায় তাদের কিঞ্চীত পরিমাণ কোন কিছুর সৃষ্টিতে ও উদ্ভাবনে অনুপ্রবেশ না থাকা অবস্থার ন্যায় তাদের কোন অংশীদারিত্ব এলাহীর মূল বিষয়তে না হওয়াটা প্রমাণিত। এমনকি তাদেরকৃত কর্মকান্ড ও মূলত কোন ক্ষমতা বলে বা আলাদা শক্তি প্রয়োগের দ্বারা এগুলো করছে না। বরং অনেকাংশে ক্ষমতা ও কাজের প্রভাব নহে বরং তারা পরিত্যাগ ও নিষ্কর্মথার মাধ্যমে আঞ্জাম দিচ্ছে। **উত্তম কর্মে ব্যস্থ না হয়ে নিকৃষ্ট কর্মসমূহকে করে যাচ্ছে**। অর্থাৎ অনিষ্টতা হতে চলছে। তার কারণ হল মন্দকৃষ্ট কর্ম ও ধ্বংসাত্মকগুলো নিবিষ্টতার প্রকারাদী থেকে হওয়ার কারণে তার মাধ্যম বা কারণ সমূহ অস্তিত্বময় কোন ক্ষমতা ও কর্ম ক্রিয়াটা কোন সৃষ্টি হওয়াটা জরুরী নহে। বরং কোন অস্তিত্বহীন বা শূন্যতার অর্ডারে এবং অস্তিত্বের কোন শর্তের পতনের দ্বারা বিশাল এক ক্ষতি হওয়া সম্ভব।

অতএব, এই রহস্য অগ্নিপুজকদের কাছে বিকশিত না হওয়ার কারণে তাদের অবস্থা এমন যে, তারা দুনিয়াতে "ইয়েজ দান" নামী এক মঙ্গলীয় স্রষ্টাকে এবং "ইহরিমান" নামী আরেক মা'বুদ যে মন্দ পূর্ণতা থেকে রক্ষাকারী বলে তারা গ্রহন করেছে,এভাবে কল্পনা করেছে । অথচ তাদের ইহরিমান নামীয় ঐ ধারণাকারী অনিষ্টতা থেকে রক্ষাকারী ইলাহ হচ্ছে ইচ্ছা শক্তির দ্বারা এবং সৃষ্টিহীন কোন মন্দের অর্জনের প্রতি উৎসাহকারী জ্ঞাতব্য শয়তান ছাড়া অন্য কিছু নহে। অত:এব হে ঈমানদার! শয়তানদের এই ভয়ংকর ধ্বংসলীলার বিপরীত তোমাদের অস্ল হলো এবং মেরামত পূর্ণ সরঞ্জাম হলো ইস্তেগফার এবং আউজুবিল্লাহ বলে আল্লাহর কাছে আশ্রয় নেওয়া আর তোমাদের দূর্গ হল নবীজীর আদর্শ (সুন্নাতে সানীয়া)।

পঞ্চম ইশারাঃ মহান আল্লাহ আসমানী কিতাব সমূহে মানুষের প্রতিদানের জন্য জান্নাতের ন্যায় বিশাল পুরস্কার এবং জাহান্নামের ন্যায় বিস্ময়কর শাস্তির ব্যাপারকে উপস্থাপনের সাথে সাথে অসংখ্য পরামর্শ, সচেতনতা, সতর্কতা, হুমকি এবং উদ্ধীপনামূলক উৎসাহ দেওয়ার ফলে, কিভাবে মু'মীনগণ এত এত বেশী সৎ পথের রজ্জু পাওয়ার পরও এবং তাদের মধ্যে শক্তিশালী অবস্থান থাকার পরও কিভাবে শয়তানের দলের যেখানে কোন পুরস্কার নেই ক্ষতি ছাড়া, নোংরা দূর্বল প্ররোচণা সমূহের সম্মুখে পরাজয় বহন করে? এক সময় এই বিষয়টি আমাকে অনেক চিন্তিত করে রাখতো। আসলেই তো ঈমান থাকাবস্থায় মহান আল্লাহর এত বেশী হুমকি দামকির সম্মুখে ভয় না পেয়ে প্ররোচনায় ধাবিত হওয়া কিভাবে সম্ভব হয়? এমতাবস্থায় কিভাবে মানুষ ঈমান হারা হয় না?

اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا (অবশ্যই শয়তানের ষড়যন্ত্র খুবই দূর্বল (নিসা-৭৬)) আলোচ্য আয়াতাংশের হিকমতের দ্বারা বুঝা যায় যে, শয়তানের অতিমাত্রার দূর্বল প্ররোচনা সমূহে বন্ধী হয়ে মানুষ তার পালনকর্তার কাছে অপরাধী হচ্ছে। এমনকি আমার বন্ধুদের থেকে বেশ কয়েকজন যারা শত খানিক দারস অন্তস্থল থেকে সত্যায়ন করার সাথে সাথে শ্রবণ করতঃ আমার ব্যাপারে ও যারা অতিরিক্ত ভাল ধারণা ও বিশ্বস্থতা থাকার

পরও অন্তর মরে গেছে, নষ্ট হয়ে গেছে, এমন এক ব্যক্তির তুচ্ছ ও লোক দেখানোর মত আকর্ষণে বশীভূত হয়ে আমার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। আমি ফাসুবহানাল্লাহ বলিলাম। মানুষের মধ্যে সত্য উন্মোচন হওয়ার পরও এমন নিচু আচরণ কিভাবে করতে পারে? কি মাপের এক অনৈতিক মানুষ বলে আমি তার গীবত করলাম, পাপে নিমজ্জিত হলাম। এক পর্যায়ে পূর্বে উল্লেখিত ইশারাগুলো আমাকে বিকশিত করল। অন্ধকারাচ্ছন্ন বেশ কিছু পয়েন্ট আলোকপাত হল। ঐ আলোর সাথে "আল্লাহর শুকরিয়া" বুঝে আসল যে, যেমনটি ক্বোরআনে হাকিমের সুমহান সিদ্ধান্তে উৎসাহ ও উদ্দীপনায় পূর্ণাঙ্গতায় ভরপুর তেমনি **আহলে ঈমানের শয়তানের কু-প্ররোচণায় বিদ্ধ হওয়াটা ঈমানের দূর্বলতা থেকে ও ঈমানহীনতা থেকে না হওয়া**র সাথে সাথে কবিরা গুনাহ করে করে কুফুরিতে প্রবেশ না করাটা এবং এই বিষয়ে মু'তাযিলা ও একাংশ খারিজিদের মাযহাব অনুসারে "কবিরা গুনাহে আবদ্ধ হওয়া ব্যক্তি কাফির হয়ে যায় অথবা ঈমান ও কুফুরির মধ্যস্থলে অবস্থান করে" এভাবে হুকুম দেওয়া ও যেমন মারাত্মক, ভূল তেমনী আমার সাথে ঘটে যাওয়া এ বন্ধুর ও শতখানেক দারস বুঝার পরও এমন প্ররোচনায় আবদ্ধ হওয়াটা, আমি যেভাবে চিন্তা করেছি অনেক নিচু ও কপটতার অবস্থানটা একই প্রেক্ষাপটকে আলোকপাত করেছে আমি বুঝলাম। মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলাম, এবং এমন অবস্থান থেকে নীজেকে বাচালাম। কারণ পূর্বে উল্লেখ করার ন্যায় মূলতঃ **শয়তান ছোট কোন অস্তিত্বহীন বা খারাপ কোন কাজের দ্বারা মানুষকে বড় ও ভয়ংকর অবস্থানে নিয়োজিত করে ফেলে**। আর মানুষের নাফস তো সব সময় শয়তানের কুমন্ত্রণায় পা দেয়। আবার লোভ-লালসা ও অনিষ্ঠমুখী রিপু (নফসে সাহবিইয়্যা ও গাদাবিয়্যা) যা মানুষের মধ্যে বিদ্যমান এই দুটিই হল শয়তানের প্ররোচনার প্রতি যেমন গ্রহণকারী তেমনি বহনকারী ও বটে।

যাইহোক, এর মধ্যে এমন কিছু যে, জনাবে হক্বের "গফুর" 'রাহিম' এর ন্যায় দুটি গুণীয় নাম রয়েছে, যেগুলো মহান তজল্লীর নিরিখে ঈমানদারদের উপর প্রতিস্ফলন ঘটায়। এবং কোরআনে কারিমে নবীদেরকে প্রদত্ব তাৎপর্যময় ইহছান ও মাগফিরাত নামী কাজে নিয়োজিত করাটা তুলে ধরছে এবং তাদেরকে ইস্তেগফার করার জন্যে আহ্বান করা হচ্ছে। بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ এই বাক্যকে প্রত্যেক সুরার প্রথমে বারবার উল্ল্যেখ করণার্থে সমগ্র উত্তম কর্মের প্রথমে এই বাক্যকে পড়ার প্রতি আদেশ করার সাথে সমগ্র কায়েনাতকে বেষ্টনকারী রহমতে বিস্তৃতির ক্ষেত্রে এক আশ্রয়স্থলও রক্ষণাবেক্ষণ স্থল হিসেবে প্রদর্শন করছে। একই সাথে আশ্রয় গ্রহণ করো, এমন কথার দ্বারা আউজুবিল্লাহি মিনাসসাইতানির রাজিম আলোচ্য বাক্যকে মহান মালিক আত্মরক্ষার দেয়াল স্বরুপ তৈরী করেছেন।

ষষ্ঠ ইশারাঃ শয়তানের সবচেয়ে ভয়ংকর ফাঁদ হল এই যে, অনেক অনুভূতি ও আবেগ প্রবণ, পরিচ্ছন্ন মানুষের অন্তরে কুফুরির কেবল কল্পনা করাকে সরাসরি কুফুরি হয়েছে এমন প্রভাবে কল্পনা করিয়ে ভেজালে ফেলে দেয়া। পথভ্রষ্টার কল্পনাকে যেন বাস্তব পথভ্রষ্ট কল্পনা হিসেবে ধর্তব্য করতঃ এমনভাবে সে কুমন্ত্রণা দেয়। এবং পবিত্র স্বত্বা এবং বিশুদ্ধ বস্তু বিষয়াদীকে খারাপ ও নোংরা হিসেবে অন্তরে ফুতকার দেয়। এমনটি চিন্তা করায়। এবং সম্ভাব্য বিষয়কে বুদ্ধি সুলভ সম্ভাব্য হিসেবে অন্তরে ফুটিয়ে তুলে ঈমানের বিশ্বস্থতার সামনে তার বিপরীত এক সন্দেহের উদ্রেক উপস্থাপন করে। এবং ঐ সময় ঐ সরলমনা ব্যক্তি নীজেকে পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত হয়েছে কল্পনা করায়ে, ঈমানের দৃঢ়তা নষ্ট হয়ে গিয়েছে, এমনটি ধারণা সৃষ্টি করায়। নিরাশায় লিপ্ত করায়, আর ঐ হতাশার কারণে শয়তান তাকে নিয়ে হাসি তামাসা করে। শয়তান যেমন ঐ সরলমনা মু'মীনের হতাশাকে, তেমনি তার মাঝে দূর্বল অনুভূতিকে, একই সাথে প্রভাব বিস্তার করেছে তার অন্তরের মধ্যে এগুলোকে মন্দতায় ব্যবহার করাতে সক্ষম হয়। ফলে ব্যক্তি কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় পাগল হয় নতুনা বলে "যা হবার হোক" এভাবে চলতে চলতে পথভ্রষ্টতার ঘরে প্রবেশ করে।

বস্তুতঃ শয়তানের এমন প্ররোচনা কি পরিমাণ ভীত্তিহীন হওয়াটা অন্যান্য রিছালাতে আলোচনা করার ধরুন এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করব। এটা এমন যে, **যেমনটি আয়নার ভিতরকার সাপের ছবি ধ্বংস বা ধ্বংসন করে না, তার ভিতরকার আগুন যেমন পোড়ায় না, নোংরার কারণে কোন প্রতিফলন ঘটেনা। একই ভাবে, কল্পনা ও চিন্তার আয়নাতে কুফুরীর বা শিরকের প্রভাব এবং পথভ্রষ্টার ছাঁয়া ও মন্দ নোংরামূখী কথাবার্তার কল্পনাসমূহ বিশ্বাসকে ক্ষতিগ্রস্থ করে না। ঈমানকে পরিবর্তন করে না**। শিষ্টাচারীতায় প্রভাব বিস্তার করে না। তার কারণ হল জ্ঞাতব্য নিয়ম হল, গালমন্দের কল্পনা গালমন্দ বিবেচিত না হওয়ার ন্যায় পথভ্রষ্টতার কল্পনা, ভাবনা ও ভ্রষ্টতা নহে। আর ঈমানের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টির ব্যাপারে সম্ভাব্য কল্পনা থেকে আগত উদ্ভূত সাধারণ সম্ভাব্যতা, এটা মৌলিক ঈমানের বিশস্থতার নেতিবাচক প্রভাব নহে এবং ঐ ঈমানকে নষ্টও করে না। উসুলে দ্বীনের শাস্ত্রানুযায়ী বিশুদ্ধ পন্থা হল যে, اِنَّ الْاِمْكَانَ الذَّاتِىَّ لَا يُنَافِى الْيَقِيْنَ الْعِلْمِىَّ (সাধারণ সম্ভাব্যতা যা বিশুদ্ধ বিশ্বস্থতার প্রতি প্রভাব বিস্তারকারী নহে) উদাহরণ স্বরুপ-আমাদের বিশ্বাস হল বাবলার সাগরের অবস্থা এখন পানিতে ভরপুর। অথচ এটা সম্ভাব্য একটা ব্যাপার যে, ঐ সাগর এই মুহুর্তে পানিশূন্য হয়ে যাওয়া। এমনটি হওয়াটা হল একটি সাধারণ সম্ভাব্য বিষয়। এই সাধারণ সম্ভাব্যতা যেহেতু কোন প্রমাণ ছাড়া সম্ভাবনা, তাই আমাদের কল্পিত সম্ভাবনাকে প্রমাণ ছাড়া হওয়াতে ভীত্তি দেয় না যে হয়তু হতে পারে। সন্দেহ পূর্ণতা পাবে। কারণ হিসেবে আরেকটি উসুল হল لَا عِبْرَةَ لِلْاِحْتِمَالِ الْغَيْرِ النَّاشِىءِ عَنْ دَلِيلٍ অর্থাৎ প্রমাণ ভীত্তিক না হওয়ার কোন সাধারণ সম্ভাব্যতাতে কোন বুদ্ধিভিত্তিকতা নেই যে, সংশয়ের বীজ প্রতিষ্ঠিত করবে। আর এই পদ্ধতিতে শয়তানের কুমন্ত্রণায় আবদ্ধ সংবেদনশীল সরলমনা লোকটি মনে করছে যে সে ঈমানের মৌলিক ভিত্তির দৃঢ়তা সে হারিয়ে বা নষ্ট করে ফেলেছে। যেমন- নবী কারীম সঃ সম্পর্কে সরলমনা মানুষ হওয়ার ব্যাপারে অসংখ্য ধারণা মনে উদ্রেক হয় যে, যা ঈমানের ভিত্তিতে ও বিশ্বাসে কোন ক্ষতি করে না। কিন্তু **ঐ লোকটি ক্ষতি হয়েছে মনে করাতে ক্ষতিতে পতিত হয়**।

একইভাবে মাঝে মধ্যে শয়তান, অন্তরের ভেসে থাকা অংশে যে ওয়াদা দেয়, সেই দৃষ্টিতে বা অংশে আল্লাহ সম্পর্কে বেশ অনাকাংক্ষীত কথাবার্তার উদ্রেগ ঘটায়। তখন ঐ লোক ধারণা করে যে, তার অন্তর নষ্ট হয়ে গেছে যে, এই জন্যে এমনটি ভাবছে। সে কাঁপছে। অথচ তার উদ্রেগীত কম্পন ও ভয় এবং সন্তুষ্টির অস্তিত্বহীনতা এমন প্রমাণ হিসেবে বিবেচ্য যে, ঐ উদ্ভট কথাবার্তা মূলত তার অন্তর থেকে আসছে না, বরং শয়তানের প্রদত্ত ওয়াছওয়াছা থেকে আসছে। অথবা শয়তানের পক্ষ থেকে তার কল্পনাতে এবং স্মৃতিতে ঢালা হচ্ছে।

একইভাবে, **মানুষের অনুভূতিতে এমন দুই-একটি কল্পনা-শক্তি রয়েছে যে, যা আমি নির্দারণ করতে পারি নাই**। এগুলো এমন যে, এগুলো ইচ্ছা ও মনোভাবকে অনুসরণ করে না অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণহীন। এমনকি এগুলো এতই ধারালো যে দায়বদ্ধতায় ও প্রবেশ করে না। মাঝে মাঝে এগুলো মানুষকে পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করে, তার মত করে আদেশ কর্ম চালায়। হক্বকে শ্রবণ করে না। ভূল পথে, বস্তুতে প্রবেশ করে। ঠিক তখনই শয়তান ঐ লোকটিকে প্ররোচণা দেয় যে, তোমার শক্তি, যোগ্যতা যা ঈমান ও হক্বের ক্ষেত্রে উপযোগী নয় যে, এই জন্যে তুমি এমন অনিচ্ছাকৃত বাতিল ব্যাপারগুলোতে প্রবেশ করছ। অর্থাৎ তোমার নিয়তিই, তোমাকে এই আপত্তিকর অভিযোগে আবদ্ধ করে রেখেছে। তখন ঐ বেচারা হতাশায় পতিত হয়ে অনিষ্টতায় যেতে থাকে।

যাইহোক, শয়তানের প্রথমকার কুমন্ত্রনাতে একজন ঈমানদারের আশ্রয়স্থল হল- মুহাক্কিক্বিনে কেরামের মূলনীতির বিবেচনায় সীমাসমূহকে নির্ধারণকারী ঈমানের হাক্বিক্বাত সমূহ ও কোরআনের হুকুম সমূহ। আর দ্বিতীয় প্ররোচনার ঔষধ হলো আশ্রয় প্রার্থনার সাথে ঐ প্ররোচনা সমূহকে গুরুত্বরোপ না করা, কারণ এমন

সবকিছুতে গুরুত্ব দিতে গেলে এগুলো দৃষ্টির সম্মুখে আরো বেশী বড় হতে থাকে। তাই একজন মু'মীনের এমন আধ্যাত্মিক ক্ষত সমূহের জন্যে ঔষদ ও প্রতিষেদক হল সুন্নাতে সানিয়া (নবীজীর আদর্শ)।

সপ্তম ইশারাঃ- প্রশ্নঃ মু'তাজিলা ইমামগন, মন্দের সৃষ্টি করাকে মন্দ হিসেবে বিবেচিত করায়, কুফুরী এবং পথভ্রষ্টমূলক কর্মকান্ডের সৃষ্টিকে স্রষ্টা হিসেবে আল্লাহর প্রতি তারা বিবেচনা সাব্যস্থ করে না। যেন তারা আল্লাহকে পবিত্র সাব্যস্থ করতে চায়। তথা তারা বলে "মানুষ তার কর্মের স্রষ্টা" এভাবে বলে তারা মূলত পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত হচ্ছেন। **এমন কি** তারা বলেছেন যে, কোন কবিরা গুনাহে লিপ্ত মু'মীনের ঈমান চলে যায়। তার কারণ জনাবে হক্ব আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এবং জাহান্নামের অস্তিত্ব সত্যায়নের প্রেক্ষিতে একটি কবিরা গুনাহ করার সাথে বিশ্বাস ও সত্যায়নের পরিপন্থী যা মানানসই নহে। এই উদাহরণের ন্যায় - দুনিয়াতে অতি সাধারণ জেল জুলুমের ভয়ে নীজেকে সর্ব প্রকার কানুন বিরুদী কার্যকলাপ থেকে মুক্ত থাকা ব্যক্তি, চিরস্থায়ী এক জাহান্নামের শাস্তি এবং মহান স্রষ্টার গজব ও ক্রোধকে গুরুত্ব না দিয়ে বেপরোয়াভাবে মারাত্মক পাপে লিপ্ত হওয়ার অর্থ হল নিঃসন্দেহে ঈমানের অস্তিত্বহীনতা ও অস্বীকার করতঃ সে ভ্রষ্টতায় লিপ্ত হচ্ছে।

উত্তরঃ প্রথম প্রশ্নের উত্তর হল এই যে, ভাগ্যের রিছালাতে আলোচনা করার ন্যায় এখানেও বলছি যে, **মন্দের সৃষ্টি মন্দ নহে। বরং মন্দের ব্যবহারটা হল মন্দ।** কারণ হল, সৃষ্টি ও উদ্ভাবন সার্বিক ফলাফলের বিবেচনায় করা হয়। কোন মন্দের সৃষ্টি, অসংখ্য ভালাইর ফলাফলের ও তার ভূমিকা হওয়ার কারণে, ঐ মন্দের সৃষ্টিটা ফলাফলের বিবেচনায় উত্তম হিসেবেই বিবেচিত হয়। উত্তম পরিণতি নিয়ে আসে। দৃষ্টান্ত স্বরুপ **আগুনের** অনেক অনেক উপকারিতা রয়েছে। কিন্তু কোন মানুষ ইচ্ছাকৃতভাবে মন্দ নিয়তে তার ব্যবহার করার পরে ও ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার পরে এটা বলতে পারে না যে আগুনের সৃষ্টি করাটা খারাপ। এই উদাহরণের ন্যায় যেমন, **শয়তানদের সৃষ্টি** করাটা মানুষের উন্নতি অগ্রগতির সাথে অসংখ্য হিকমত পূর্ণ ফলাফলের অবস্থান থাকার পরেও কেউ যদি ইচ্ছানুযায়ী এবং অনিষ্ট নিয়ত হাসিল করার স্বার্থে শয়তানের অনুসরণ করে ও ক্ষতিগ্রস্থ হয় তাহলে এটা বলতে পারে না যে, শয়তানের সৃষ্টি হল একটি মন্দ সৃষ্টি। আসলে মূল ব্যাপার হলো যে, মানুষ নীজ ইচ্ছা শক্তির দ্বারা এমনটি করছে। আবার কর্মের বাস্তব প্রভাবটা হল এখানে ব্যক্তির অনিষ্ট ইচ্ছাশক্তির নিয়্যত যা স্বাধীন এবং এটা হল আংশিক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এক যোক বা এটা স্পষ্ট, যার কারণে সুনির্দিষ্ট মন্দের ফল প্রকাশ পায়। এভাবেই মন্দের কৃতকর্মের ফল কর্তার কর্ম হিসেবে বিবেচ্য হয়। আবার অন্যদিকে এই মন্দের সৃষ্টি, সার্বজনীন ফলাফলের প্রতি দৃষ্টিপাত করতঃ সৃষ্টির কারণে মন্দের সৃষ্টি মন্দ হবে না বরং এমন সৃষ্টি কল্যাণময় হিসেবে বিবেচিত হবে।

বস্তুতঃ মু'তিজালারা এই সুক্ষ রহস্যকে বুঝতে না পারার কারণে মন্দের সৃষ্টি মন্দ ও নোংরা কিছুর সৃষ্টি নোংরামী বলেছেন। আবার আল্লাহকে পবিত্র রাখতে গিয়ে মন্দের স্রষ্টাও যে মহান আল্লাহ তা বুঝতে ও এর সম্পর্ক আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত তারা করতে পারেন নাই। ফলে দালালাতে তারা পতিত হয়েছেন। وَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَ شَرِّهِ ভাল মন্দ সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন ভাগ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক রুকনের ব্যাখ্যায় ভূল করেছেন।

প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশের উত্তর হল- কবিরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তির ঈমান কিভাবে সচল থাকে ?

প্রথমতঃ পূর্বের ইশারাগুলোতে তাদের ভূল ধারণাকে স্পষ্টত: এক পদ্ধতিতে ফুটিয়ে তুলা হয়েছে। আবার এর উল্লেখ করার প্রয়োজন বাকী থাকল না।

দ্বিতীয়তঃ মানুষের প্রবৃত্তি উপস্থিৎ ও দৃশ্যমান এক দিরহাম স্বাদ ও মজাকে প্রাধান্য দেয়, তার বিপরীত অদৃশ্যমান ও ভবিষ্যতে হবে এমন বিশাল রকমের ফূর্তি আনন্দকে অগ্রাধিকার দেয় না। একিভাবে উপস্থিৎ একটি চড় খাওয়া থেকে ভয় করে, কিন্তু সামনে আগত এক বছরের শাস্তি থেকে ভয় করে না। একইভাবে যদি মানুষের মধ্যে তার আবেগ বা চাহিদা প্রভাব বিস্তারকারী কোন বিষয় হলে, তখন আর বুদ্ধিদীপ্ত কোন কথা আর শুনতে চায় না। খাহেশাত ও কল্পনা তার উপর হুকুম প্রতিষ্ঠিত করতঃ একেবারে নিম্নমানের রিপুর চাহিদা এবং একেবারে প্রয়োজনহীন কোন আনন্দ ফুর্তির প্রতি ধাবিত হয়, চাই ভবিষ্যতে আরও বিশাল আকারধারী কোন সুখ আনন্দ আসুকনা কেন ঐ দিকে ভ্রুক্ষেপ করে না। এবং অতি স্বল্প পরিমাপক কোন সমস্যা থেকে দূরে থাকে যে, আগামীতে আগত যত বড় বিপদই আসুক তাতে কর্ণপাত করতে চায় না। তার কারণ হল- কল্পনা ও খাহেশাত এবং অনুভূতি প্রবণ প্রবৃত্তি ভবিষ্যকে দেখে না, এমনকি তাহা অস্বীকার করে। এখানে তার নফসের অন্য অংশ যদি বুঝাতে চায়ও কিন্তু এই মুহুর্তে ঈমানের কেন্দ্রস্থল হওয়া কলব ও আকল চুপ থাকে, এভাবে মন্দের প্রবৃত্তি গুলো বিজয় লাভ করে।

এমতাবস্থায়, কবিরা গুনাহ করাটা ঈমানহীনতা থেকে সংঘটিত হয় না বরং কল্পনা, রুচি ও প্রবৃত্তি এবং খাহেশাত থেকে আগত হওয়ার ধরুন আকল ও ক্বলব পরাজয়ের কারণ হিসেবে সাব্যস্থ হয়।

একিইভাবে, পূর্বোল্লেখীত ইশারা সমূহে আলোচিত হওয়ার ন্যায় এটা পরিষ্কার যে, ভ্রষ্টতা ও খাহেশাতের পথ ধ্বংশাত্মক হওয়ার কারণে এই পথ অতি সহজতর। শয়তান রুপী মানুষ ও জ্বীন অতি দ্রুত মানুষকে ঐ পথে সঞ্চারিত করে।

অত্যন্ত নিরাশাময় একটি অবস্থা যে, চিরস্থায়ী জীন্দেগীর ব্যাপারে হাদিসের অকাট্য ভাষা হল মশার ডানার ন্যায় ক্ষুদ্র এক নূর,এটা চিরস্থায়ী হওয়ার কারণে একজন মানুষের সারাটি জীবনে আস্বাদিত মজা ও স্বাদ এবং নেয়ামতের ঠিক বিপরীত তুলনার অবস্থায় কিছু মানুষ চিরস্থায়ী, অনন্তকালের স্বাদ সমূহের বিপরীত দুনিয়ার এই মশার ডানাতুল্য স্বাধের যোগ্য নহে। এমন উপভোগ্যের পিছনে পরে শয়তানের পিছনে ঘুরপাক খাচ্ছে, তার অনুসরণ করছে। অতএব, এই রহস্যের ভিতরকার সুক্ষতা এই যে, কোরআনে কারীম মু'মীনদেরকে অসংখ্যবার ও চাপ প্রয়োগের ন্যায় ধমক ও উৎসাহ এর সাথে গুনাহ থেকে সতর্কবার্তা ও উত্তম পথে আহ্বান করছে।

একদা কোরআনে কারীমের কঠোরতার এই বারংবারের পাশাপাশি বর্ণনার ব্যাপারে আমার এই সুচিন্তার উদ্রেগ ঘটালো যে, এই পরিমাণ চলমান সতর্কতা ও পূর্ব সচেতনতা সমূহ এগুলো একজন ঈমানদারকে পেরেশান ও অবাস্তবতার প্রতি মুখাপেক্ষী করছে। মানুষের আত্মমর্যাদার প্রতি ভারসাম্যহীন পূর্বক এক অবস্থার সৃষ্টি করছে। যেমন কোন কর্মচারীর জন্যে তার উর্দ্ধতন কর্মকর্তার পক্ষ থেকে কোন আদেশ করণটা একবার করাতে যেখানে যথেষ্ট হওয়ার কথা সেখানে যদি পরিচালক একই আদেশ দশবার প্রদান করে তখন ঐ কর্মচারী বাস্তবিকভাবে বিরক্ত পোষণ করা স্বাভাবিক। সে তখন বলতে পারে আমিতো কোন বিশ্বাসঘাতক নই যে, বারংবার বলছ এবং এতে আমাকে অপমানিত করছ। এইভাবে কোরআন ও মু'মীনদেরকে বারবার একই আদেশ প্রদান করছে। এই প্রশ্ন আমার মাথায় ঘুরাঘুরি করার বেলায় **দুই তিনজন বন্ধু যারা আমার বিশ্বস্থ ছিল তাদেরকে মানবরুপী শয়তানের প্ররোচণায় না পড়ার জন্যে পুনঃপুন আমি সতর্ক ও সচেতন করছিলাম। তবে তারা এভাবে বলেনি যে "আমাদেরকে তুমি সন্দেহ করছ"**। কিন্তু আমি ব্যাপারটি অন্তরে অন্তরে চিন্তাগ্রস্থ হচ্ছিলাম যে, "আমি সর্বক্ষণ আমার সর্তকতার দ্বারা তাদেরকে জ্বালাতন করছিলাম, অনিষ্টতার এবং পেরেশানীতার সাথে আমি দোষারুপ করছি"। পরবর্তীতে হঠাৎ করে পূর্বে উল্লেখিত ইশারা সমূহে ব্যাখ্যা ও

প্রমাণিত হাকিকাত সমূহ বিকশিত হল। তখন এই বাস্তবতার সাথে কোরআনের মধ্যে বারংবার উল্লেখিত হওয়া বিষয় অলংকারের অবস্থার প্রেক্ষাপটে ও সময় উপযোগী ও বেহুদা নয় এমন ও হিকমতপূর্ণ এবং এটা দোষী সাব্যস্থ নয় এমন এক পরিপ্রেক্ষিতে রহস্যমন্ডিত ও বারংবার উল্লেখীত হওয়াটা এবং একই হিকমতের উচ্চমানের ও বালাগাত শাস্ত্রীয় অলংকারের উচ্চতার ব্যবহার হওয়াটা উপলব্ধি করলাম। এবং আমার ঐ বিশ্বস্থ বন্ধুরা বিরক্ত না হওয়ার হেকমতটা ও বুঝলাম। উক্ত হাকিকাতের সারর্মর্ম হল এই যে, শয়তানরা অনিষ্ট পথে মানুষকে কু-মন্ত্রণা দেয়ার কারণে, স্বল্প ও ক্ষুদ্র একটি কাজের দ্বারা অসংখ্য মন্দকর্ম করাতে থাকে। এই জন্যে সত্যের পথে ও হেদায়াতের পথে গমনকারীরা সীমাহীন সতর্কতা এবং অনিষ্টতাকে এড়ানো ও সর্বক্ষণ সচেতনমূলক আদেশ ও প্রতিনিয়ত সাহায্যের প্রয়োজনীয়তার মুখাপেক্ষী হন যে, যার ফলে জনাবে আল্লাহ ঐ বারংবারের ব্যবহারের দৃষ্টিকোণে এক হাজার একটি গুণীয় নামের দ্বারা ঈমানদারদেরকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন এবং সহায়তার দয়াও করুণাকে এগিয়ে দিচ্ছেন। এর কারণে ব্যক্তির মর্যাদা ক্ষুন্ন হয় না বরং তার মহাত্মতা আরও বাড়িয়ে তোলে। মানুষের মূল্যকে এতে তিনি হ্রাস না করে শয়তানের অনিষ্টতাকে আরো বড় করে ফুটিয়ে তুলে বান্দাকে সজাগ করেন। সুতরাং হে সৎ পথের অনুসারী এবং সৎপথ প্রাপ্তগণ! মানব ও জ্বীন শয়তানের উল্লেখিত ধ্বংসাত্মক প্ররোচন ও কুমন্ত্রণা থেকে বাচার উপায় হলঃ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত নামী আহলে হক্বের মাযহাবকে তোমাদের সিদ্ধান্তের কেন্দ্র বানাও। এবং মহান অলৌকিক গ্রন্থ কোরআনের আদেশকৃত বিধানগুলিতে প্রবেশ কর। এবং নবীজির আদর্শকে তোমার পথ প্রদর্শক ও রাহবার বানাও প্রশান্তির স্বর্গকে খুঁজে পাও।

অষ্টম ইশারাঃ প্রশ্ন:- বিগত ইশারা সমূহে আপনি প্রমাণ করেছেন যে, পথভ্রষ্টতার পথ একটি সহজ পথ, এবং বিধ্বংসীমূলক ও সীমালঙ্ঘনতার পথ হওয়ার কারণে অনেক লোকই ঐ পথে ধাবিত হচ্ছে। অথচ অন্যান্য রিসালা সমূহে অকাট্য প্রমাণাদীর দ্বারা আপনি প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, কুফুরী ও দালালাতের পথ হল এতটাই বিপতগামী পথ এবং কঠিনতর যে, কেউই ঐ পথে প্রবেশ করা অনুচিত এবং অগ্রহনীয়। অপর দিকে ঈমান ও হিদায়তের পথে যা অতি সহজ এবং বিকশিত যে, সবারই ঐ পথে প্রবেশ করা ঐ পথে চলা জরুরী, উচিৎ।

উত্তর:- **কুফুরী এবং পথভ্রষ্টতা দুই প্রকার। এক প্রকার যা আমল ও আনুষঙ্গিক হুকুমের ও বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ার সাথে সাথে ঈমানের আদেশ নিষেধ সমূহকে পরিত্যাগ এবং অস্বীকার করা যে, এটা এমন দালালাত যা সহজ। যেখানে হক্বকে গ্রহণ না করাটা বুঝায়। এটা হল এক রকম তরক করার নামান্থর। এক শূন্যতা। এক শূন্যতাকে গ্রহন করা বুঝায়। বস্তুতঃ এই প্রকারকেই রিসলাসমূহে সহজ বলে সাব্যস্থ করা হয়েছে। দিত্বীয় প্রকার যা আমল ও ঈমানের আনুষঙ্গিক হুকুমের সাথে সংশ্লিষ্ট না হয়ে বরং এর রুপটা হল বিশ্বাসও চিন্তা ফিকিরের হুকুমের আওতাভুক্ত।** এটা কেবল ঈমানের প্রত্যাখ্যান নহে বরং ঈমানের বিপরীত অবস্থান করত: একটি বিদ্ধেশী আলাদা পথ খোলাকে বুঝায়। এর মর্মকথা হয় বাতিলকে গ্রহণ করা। হক্বের বিপরীতে শক্ত অবস্থান নেয়া। এই প্রকারটা যা কেবল ঈমানের পরিত্যাগ ও অস্বীকৃতি জ্ঞাপন নহে বরং এটা ঈমানের পরিপন্থী। এটা শূন্যতাকে গ্রহণ করা নয় যে সহজ হবে বরং অস্তিত্তহীনতাকে গ্রহণ করা। এবং এই শূন্যতা যাকে প্রমাণ করতে পারলে তা গ্রহণীয় হতে পারে। আর যুক্তিশাস্ত্রের দাবী অনুযায়ী اَلْعَدَمُ لَا يُثْبَتُ শূন্যতার প্রমাণ করাটা কখনও সম্ভব নহে।

সুতরাং অন্যান্য রিসালা সমূহে অসম্ভব পর্যায়ের জটিল ও সমস্যাপূর্ণ ভাবে তুলে ধরার বেলায় কুফুর ও দালালাত এটা এমনভাবে উপস্থাপন হয়েছে যে, ক্ষুদ্র পরিমান বিবেক যার মাঝে আছে সে এই পথের পথিক

হওয়া অনুচিত। একইভাবে, এই পথে রিসালা সমূহে অকাট্যভাবে প্রমাণ করার ন্যায় এতটাই বিপদপূর্ণ কষ্টাবলী বিদ্যমান এবং শ্বাসরুদ্ধকর, অন্ধকারাচ্ছন্নতা বিদ্যমান যে বিন্দু পরিমাণ আকল যার মাঝে আছে সে ঐ পথের অন্বেসনকারী হবে না।

এখন যদি বলা হয় এই পরিমাণ কষ্টকর ও অন্ধকারাচ্ছন্ন কঠিন পথে কিভাবে অধিকাংশ মানুষ যাচ্ছে? হাটছে?

উত্তরঃ এই মানুষেরা যারা নিজেদেরকে এই পথে নিমজ্জিত পতিত অবস্থায় খুজে পায়। যার থেকে তারা বের হতে পারছে না। তাছাড়া মানুষের মধ্যকার উদ্ভিদ ও হিংস্রতা সম্বন্ধীয় শক্তি গুলোকে, পরিণতিকে না দেখতে পাওয়া, চিন্তা না করতে পারা এবং মানবিক বোধশক্তি সমূহ যেগুলো এই কষ্টকর অন্ধকার পথে বিজয়ী হওয়ার ধরুন এমন পথের পথিক হয়। এক সময় আর তারা এখান থেকে বের হতে চায় না। ফলে উপস্থিত ও ক্ষণিকের ফুর্তি আমোদের মধ্যেকার আনন্দে তারা নিজেদেরকে ব্যস্থ করে রাখছে।

প্রশ্নঃ- যদি বলা হয় দালালাতের মধ্যে এমন ভীতিকর যন্ত্রণা ও ভয় বিদ্যমান যে, কোন কাফির ব্যক্তি জীবন সায়াহ্নে কোন আনন্দ তো দূরের কথা, বরং এই অতিষ্টতায় একেবারে বেচে না থাকাটাই আবশ্যকীয়। এমনকি এই বীভৎস তীক্ততার ফলে এবং ভীতিকর অবস্থা থেকে হঠাৎ ধ্বংস হওয়া জরুরী। তার কারণ হল, মানবিক বিবেচনায় সীমাহীন বস্তু, সামগ্রীকে আকাংখী এবং জীবনযপানের প্রতি অতি প্রেমাস্পদী হওয়ার ধরুন কুফুরির দৃষ্টিপাতের দ্বারা মৃত্যুকে একটি চিরস্থায়ী হত্যাযগ্য এবং একটি স্থায়ী বিচ্ছেদ ও অস্তিত্বের শূন্যতা এবং প্রিয় ব্যক্তিদের মৃত্যুতে এবং সকল প্রিয় ও শুভাকাংখীদেরকে বিলোপকৃত হত্যা ও চিরকালীন বিদায়ের আকার আকৃতিতে ঠিক তার সম্মুখে থাকা সার্বক্ষণিক কুফুরি যন্ত্রণার মাধ্যমে নীজেকে চলন্ত করে রাখা, বেঁচে থাকা কারী এক মানুষের দ্বারা এগুলো কিভাবে সম্ভব? সে কিভাবে এই ভীবৎস, যন্ত্রণাকর জীবন থেকে স্বাদ অর্জন করত: বেচে আছে? **উত্তরঃ** বিস্ময়কর এক শয়তানি প্ররোচনায় নিজেকে প্রতারিত করে করে বেঁচে থাকে। ব্যক্তি বাহ্যিকভাবে এক প্রকার স্বাদ উপভোগ করছে এমনটি মনে করে। এই ব্যাপারটি একটা প্রসিদ্ধ উদাহরণের মাধ্যমে এর তাৎপর্যটা বর্ণনা করব। এটা এ রকম যে,

কথায় আছে: উট পাখিকে বলা হয়েছিল; " তোমারতো ডানা আছে তুমি উড়তে পারবে, তখন উট পাখি তার ডানাগুলোকে গুটিয়ে নিয়ে বলিল আমিতো উট। সে আর উড়াল দিল না। কিন্তু শিকারীর হাত থেকে বাঁচল না। শিকারী যেন আমাকে দেখতে না পায় এভাবে চিন্তা করে সে তার মাথাকে বালিতে ঢুকিয়ে লুকিয়ে রাখল। অথচ তার বিশাল এই দেহটা কিন্তু বাহিরেই রইল, কেবল মাথা ব্যথিত। ফলে শিকারীর ফাঁদে বন্দি হলো। পরে যখন তাহাকে বলা হল, যেহেতু তুমি নিজেকে উট হিসেবে পরিচয় দিচ্ছ, তাহলে উটের ন্যায় ভারী বোঝা বহন কর। তখন সে এটা শুনে তার ডানাগুলোকে মেলল এবং বলল আমি তো পাখি উড়াল দিয়ে বোঝা বহন থেকে নিজেকে বাঁচাল। কিন্তু এভাবে মালিকহীন ও খাবারহীন অবস্থা ও শিকারীদের তাড়ানোতে এক সময় আক্রমনের শিকার হল। হুবহু এই পাখির ন্যায় কাফির ব্যক্তি কোরআনের আসমানী ঘোষণাবলীর ঠিক বিপরীতে স্পষ্ট কুফুরের কুফুরি না করে সন্দেহভাজন কুফুরিতে সে বিদ্ধ ও পতিত অবস্থায় আছে। এতে করে তাকে যদি বলা হয় যেহেতু তুমি জানো যে, মৃত্যু ও বিলুপ্তি একটি চিরস্থায়ী বিদায়, বিচ্ছেদ এবং তোমার ফাঁসির মঞ্চ ও তোমার সম্মুখে এমন অবস্থার প্রেক্ষাপট উপস্থিত, তাহলে তুমি কিভাবে প্রস্তুত আছ? এত বিপদের সম্মুখীন অবস্থায় জীবনযাপন করছো? কিভাবে এই অবস্থাময় জীবন থেকে স্বাদ উপভোগ করছো? তখন ঐ লোকটি ক্বোরআনের সার্বিক রহমতের ছোঁয়ায় ও সার্বজনীন নূরের অর্জিত আংশিকতা থেকে উত্তরে বলে যে, মৃত্যুতো একেবারেই বিলুপ্তি নহে, চিরস্থায়ী জীবনের ব্যাপারটারও সম্ভাবনা রয়েছে। অথবা এমন আচরণী উত্তর দেয় যে, নিজেকে উট পাখির ন্যায় তার মাথাকে গাফলতের বালিতে লুকিয়ে রাখে যাতে করে

মৃত্যু তাহাকে দেখতে না পায় এবং যেন কবর তাহার দিকে না থাকায় এবং বস্তুর নশ্বরতা যেন তার প্রতি তীর নিক্ষেপ না করে।

মোদ্দাকথা হলঃ ঐ কাফির ব্যক্তি কুফুরীর সন্দেহ প্রবণতার মাধ্যমে উট পাখির ন্যায় মৃত্যুও বিলুপ্তিকে বিচ্ছিন্নতার অর্থে যখন দেখে, ভাবে, তখন ক্বোরআন ও আসমানী কিতাব সমূহের আখেরাতের বিশ্বাস সংক্রান্ত অকাট্য যে সংবাদসমূহ রয়েছে এগুলোকে একটা সম্ভাবনা প্রদান করে। ঐ কাফির লোকটি ঐ সম্ভাবনার সাথে সংশ্লিষ্ট করে এবং ঐ ভীতিকর, বীভৎস যন্ত্রণাকে মানিয়ে নেয়। ঠিক ঐ সময় যদি তাহাকে বলা হয়, যেহেতু চিরকালীন এক জগতে যাহাকে বলা হয় চিরকালীন এক জগতে যাওয়া হবে, তাই ঐ জগতে সাবলীলভাবে বসবাস করার জন্যে দ্বীনি দায়-দায়িত্বের কষ্ট স্বীকার করা আবশ্যকীয় তখন ঐ লোকটি কুফুরির সম্ভাবনার দিক থেকে বলে যে, এমনটি নাও তো হতে পারে; এই শুন্যময় জগতের জন্যে কেনইবা কষ্ট করব? অর্থাৎ ক্বোরআনের হুকুমের প্রদত্ত্ব চিরস্থায়ী পরকালের দৃষ্টিতে চিরবিলুপ্তির জগতের সম্ভাব্যতা থেকে নীজেকে গুটিয়ে নেয়; আবার সন্দেহ প্রবণ কুফুরির প্রদত্ত্ব সম্ভাব্য বিলুপ্তির দৃষ্টিকোণ দ্বীনের দায়িত্বতা তার প্রতি ঝোকে ঠিক এই ঝোকের বিপরীত সে কুফুরি সম্ভাবনাকে আকড়ে ধরে। এতে সে দ্বীনের প্রদত্ত্ব দায়িত্ব কর্মের কষ্ট থেকে মুক্তি অর্জন করে। অর্থাৎ এই দৃষ্টি কোণে সে ধারণা করে একজন মু'মীন থেকে সে এই পার্থিব দুনিয়াতে অনেক বেশী ফুর্তি আমোদ করে এমনটি মনে করে। তার কারণ হল, দ্বীনি হুকুম সমূহের আদায়ের তরে যে কষ্ট হয় তা থেকে কুফুরি সম্ভাব্যতার সাথে মুক্তিপায়, আবার চিরস্থায়ী জগত হিসেবে ঈমানের থেকে আগত সম্ভাবনার ভিত্তি করে নিজেকে বাঁচাবে বলে ধোকা দেয়। মূলতঃ শয়তানের এই দেওয়া ধোকার আসলেই কোন বাস্তবতা নেই একেবারেই ফায়দাহীন ও সাময়িক মন ভূলানো বৈ কিছু নহে।

বলা বাহুল্য, ক্বোরআনের মধ্যে কাফিরদের ব্যাপারে ও এক প্রকার রহমতের ক্ষেত্র রয়েছে যে, দুনিয়ার এই পার্থিব জীবনকে তাদের জন্যে জাহান্নাম হওয়া থেকে এক ধরনের রক্ষা করত: এক প্রকার সংশয় তাদের মাঝে উদ্রেক করে, তারা এই সন্দেহ নিয়েই বেঁচে থাকে। নতুবা পরকালীন জাহান্নামের কষ্ট ও তিক্ততা এই দুনিয়াতে এক পার্থিব জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে হত এবং এই জন্যে সহ্যের বাহিরে গিয়ে এখানেই তারা আত্মহত্যা করতে বাদ্য হত।

অতএব, হে ঈমানদারগণ! আপনাদেরকে চিরবিলুপ্তির আক্রমণ থেকে এবং দুনিয়ার ও পরকালীন জাহান্নাম সমূহ থেকে রক্ষাকারী কোরআনের ছায়াতলে বিশ্বাস ও নির্ভরতার দ্বারা প্রবেশ করুন এবং নবীজীর আদর্শের ছত্রছায়ায় আত্মসমর্পন ও উত্তমপন্থী আগ্রহে আশ্রয় গ্রহণ করুন। যেন দুনিয়ার মধ্যে করা অভিযোগীর প্রভাবে দূর্দশা ও পরাকালীন আযাব থেকে নিজেদেরকে বাঁচাতে সক্ষম হতে পারেন।

নবম ইশারাঃ আল্লাহ্‌র দল হিসেবে পরিচিত এই আহলে হেদায়াত যাদের সাথে রয়েছেন নবিদের সর্দার ফখরে আলম আলাইহিচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালাম, এমনকি যেখানে বিদ্যমান রহমতে এলাহি ও তার বিশেষ সাহায্য তারপর ও কেন অসংখ্যবার শয়তানের দল নামক আহলে দালালাত আল্লাহ্‌র দলের উপর বিজয় অর্জন করতে পেরেছে ? পাশাপাশি যেখানে এত বড় ও মহান শেষ নবি নামি সূর্যের ন্যায় চমৎকার নবুয়ত এবং রিসালাত এবং সার্বজনীন ব্যাপারের সমগ্র পৃথিবীতে সুক্ষতার ভেদকে প্রকাশকারী এই কোরআনের হাক্বিক্বাত সমূহের প্রতিবেশী ও নিকটবর্তী হওয়া এই মদিনার মধ্যে থাকা মুনাফিকরা পথভষ্টতায় নিমজ্জিত হওয়া ও হেদায়াতের পথে না আসার কারণ কি? এর মধ্যে কি-ই বা হিকমত রয়েছে?

উত্তর: এই দৃষ্টি বিরলপ্রদ প্রশ্নের সমাধানের জন্যে গভীরভাবে একটি ভীত্তিপ্রদ আলোচনা করা আবশ্যকীয় এরকম যে, এই পৃথিবীতে মহান যুল-জালাল আল্লাহর যেমন জামালী তেমনী জালালী দুটি দুই রকমের গুণীয় নাম পাওয়ার ধারাবাহিকতায় এমনকি, এই দুটি নাম যারা আলাদা আলাদা বৈশিষ্টের হুকুমকে বহন করার প্রদর্শনের দাবি রাখে। মহান খালিকে যুল-জালাল পৃথিবীতে সবকিছু যা বিপরীতমুখী এগুলোকে আপন তরে মিশ্রায়নে ভারসাম্য তৈরী করেছেন। এবং পরস্পরের ক্ষেত্রে তিনি বাড়াবাড়ি করা ও তার প্রতিক্ষাব্যবস্থা করত: অবস্থান তৈরী করে হিকমত পূর্ণ ও উপকারী এক প্রকার প্রতিযোগীতার অবস্থার গঠন করত: এর ফলে বিপরীত ধর্মী বস্তুকে একে অপরের বিরুধীতার ক্ষেত্রে অবস্থান নেয়ার ধরুন মতভেদ ও পরিবর্তনীয় প্রেক্ষাপট বাস্তবের ময়দানে সাধিত করার সাথে নিখীল ধরায় বিবর্তনীয় নীতিমালা এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতি এবং উন্নতীর কানুনকে ও তার পূর্ণতাকে নিয়ম নীতির আওতাধীন হওয়ার বা থাকার কারণে এই সৃষ্টিকুলের বৃক্ষের সার্বিক ফল হওয়া মানুষকে মানব শ্রেণীতে ঐ প্রতিদ্বন্তিতামুলক কানুনকে আরও আকস্মীক এক পন্থায় ফুটিয়ে তুলে সমগ্র মানবজাতীর ও উন্নয়নের প্রতি প্রচেষ্টাপূর্ণ কারণ সূলভ এক দরজা খোলা রেখে আল্লাহর দলের ঠিক বিপরীত অবস্থান নেয়ার জন্যে শয়তানের দলকে কতিপয় পথের উপকরন প্রদান করেছেন।

সুতরাং এই সুক্ষ রহস্যের মধ্যে বিদ্যমান ব্যাপার এটা যে, নবীগন অনেকবার আহলে দালালাতের কাছে পরাজিত হয়েছেন। এবং অতি দূর্বল ও অক্ষমতায় থাকা পথভ্রষ্টরা বাহ্যিকভাবে অত্যান্ত শক্তিশালি হওয়াতে তারা আহলে হক্বের উপর বিজয়ী হতে পেরেছে। এবং তাদের বিরুধিতায় সক্ষমতা প্রকাশ পেয়েছে। আর এই বিস্ময়কর বিরুধিতার পেছনে সুক্ষ হিকমত হল এটা যে, পথভ্রষ্টতায় ও কুফুরিতে এমন শুণ্যতাও মুক্তি মোচন বিদ্যমান যে, যা অতি সহজ, গতিবিদি প্রয়োজন হয় না। এমনভাবে এমন ধ্বংসলীলা বিদ্যমান যে, যা অতি সহজসাধ্য এবং সাবলীল। অল্প কিছু তৎপরতাই এখানে যথেষ্ট। একইভাবে, এমন এক বাড়াবাড়ি বিদ্যমান যে, অল্প কর্ম তৎপরতায় অনেক অনেক ক্ষতি প্রদান করত: ভীতিকর এক অবস্থার তৈরী করত: ফেরাউনী কার্য ক্রমের দ্বারা তারা পরিবেশে একটা অবস্থান তৈরী করে। এরই সাথে পরিনতীকে দেখতে না পাওয়া উপস্থিত ফুর্তি-আমেজে নিমজ্জিত থাকা এই মানুষের মধ্যকার জৈবিক ও পাশবিক রুচিবোধের মজার ও স্বাধীনতা ভাবগোম্মতা বিদ্যমান যে, যার ক্ষেত্রে আক্বল, ক্বলবের ন্যায় মানবীক বোধশক্তি ও অনুভূতি মানবীক কর্মকাজে ও পরিনাম কল্পে কর্তব্যসমূহ থেকে বিরত রাখতে সচেষ্ট হয়। যার ফলে সৎপন্থীরা তাদের উপরে থাকা নবীরা ও তাদের উপরে দন্ডায়মান মহান রবের প্রিয় ব্যক্তিত্ব রাসুলে আকরাম সা. এর পবিত্র পন্থা অস্তিত্ব ইতিবাচক ভিক্তিসংস্কার গতিবেদ এবং যিনি প্রতিষ্টিত, একইভাবে পরিনতীর চিন্তাশীলতা ইবাদাত, একইভাবে নফসে আম্মারার ক্ষেত্রে সতর্ক যা ফেরাউনীর উৎস, স্বেচ্ছাচারিতার ন্যায় অতি কুমন্ত্রিত ব্যাপার সমূহের ন্যায় মৌলীক ভীত্তিস্থলে গুরুত্ব দেওয়ার এমন এক অবস্থার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ সজাগ ক্ষেত্রে ও মদিনা মুনাওয়ারার মধ্যে থাকা ঐ সময়কার মুনাফিকদেরকে ঐ জ্যোতীময় উজ্জল সূর্যের বিপরীত বাদুড়ের ন্যায় পাখির মত চক্ষু সমূহকে বন্ধ করে ঐ মহান সত্যের উজ্জলতার সামনে শয়তানী কুমন্ত্রনার মাঝে প্রবিষ্ট হয়ে মন্দ পুষ্টতায় তারা রয়ে গিয়েছিল।

এখন যদি বলা হয় যে, রাসুলে আকরাম সা. যেহেতু মহান পরাক্রমশালী রবের বন্ধু ছিলেন। তারই সাথে, তারই হাতে থাকা হক্ব ও মুখে ছিল হাক্বিক্বাত। এবং সৈন্যসমূহের থেকে একদল ছিলেন ফিরিস্তাদের থেকে। এমনকি তিনি এক মুষ্টি পানি দিয়ে তৃষ্ণা নিবারন করতে পেছিলেন, যেখানে হাজার লোকের জিয়াফত পূর্ণ বাস্তবতা ছিল। এমনকি তার মুজেযা থেকে এক মুষ্টি বালি দিয়ে সকল কাফিরদের চক্ষুকে অন্ধ করত: তাদের

আক্রমন থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পেরেছিলেন। শুধু তাই নয় এরকম হাজার মু'জিযার অধিকারী যিনি এক রাব্বানী কামান্ডার এমন ব্যক্তিত্ব কিভাবে উহুদ যুদ্ধের শেষে ও হুনাইনের শুরুতে পরাজিত হয়েছিলেন?

উত্তর: রাসুলে আকরাম সা. মানব জাতীর জন্যে অনুসরনীয় এবং পথ প্রদর্শক হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে। যাতে করে সামাজিক জীবনে ও ব্যক্তি জীবনের বিধান সমূহকে মানব যেন তার কাছ থেকে শিখে এবং মহান হাকিমে যুল-জালালের আরোপিত বিধানাবলীর অনুকরনে যেন মানুষ অভ্যস্ত হয়। এবং তার হিকমতের নীতিমালার ধারানুসারে তাওফিক অর্জন করে। এখন যদি রাসুলে আকরাম সা. সামাজিক ও ব্যক্তি জীবনে সার্বক্ষন অলৌকিক ও মু'জিযা সমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েন, তাহলে তখন সার্বজনীন ইমাম এবং শ্রেষ্ট পথ প্রদর্শক হওয়া জটিল হতো।

সুতরাং এই তীক্ষ্ণ রহস্যের কারণে শুধু তার দ্বীনের দাওয়াতের লক্ষে মাঝে মধ্যে প্রয়োজন অনুপাতে অস্বীকার কারীদের অবিশ্বাসকে ভেঙ্গে দেয়ার জন্যে তার মু'জিযা সমূহকে প্রদর্শন করেছেন। আর অন্যান্য সময়কালে যিনি সমস্ত মাখলুকের চেয়ে সর্বোচ্চ স্থরে এলাহীর নির্দেশনার আনুগত্য করেছিলেন এইভাবে রাব্বানী হিকমতের সাথে এবং মহান সুবহানের ইচ্ছানুযায়ী ভীত্তি প্রস্তরিত আদাতুল্লাহ আল্লাহর নিয়মনীতিকে ও তিনি সবার চেয়ে বেশী মান্য করেছেন, এমন ব্যক্তিত্বের উপস্থিত অবস্থানের পরও তিনি দুশমনের সম্মুখে যুদ্ধে বর্ম পরিধান করেছেন, পরিখায় আশ্রয় নাও এমন আদেশ দিয়েছেন, সাথীদের সাথে ক্ষত হয়েছেন, কষ্ট ভোগ করেছেন। এই জন্য যে, যাতে করে তার মধ্যে খোদার হিকমতপূর্ণ কানুন সমূহকে আনুগত্য করেন এবং জগতের প্রাকৃতিক নিয়ম শৃংখলার বিধানের ক্ষেত্রে যেন তার অনুসরন ও অনুকরন পূর্ণভাবে প্রদর্শিত হয়।

দশম ইশারা: ইবলিসের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চক্রান্ত হল ব্যক্তি সত্ত্বার অস্তিত্বকে ইবলিসের অনুসারীদের দিয়ে অস্বীকার করানো। এই যুগে বিশেষ করে বস্তুবাদীদের দর্শনের দ্বারা চিন্তাশক্তিতে আকৃষ্ট যারা, তারা এই পরিস্কার মাসআলাকে অতিরঞ্জতায় সন্দেহ পোষণ করার কারণে শয়তানের এই চক্রান্তের বিপরীত এক দুটি কথা আমরা বলব, আর তা হল মানুষের মধ্যে পাওয়াকৃত শয়তানী কর্মতৎপরতা দেখতে পাওয়া দেহ বিশিষ্ট খবিস রুহ স্পষ্টত: বিদ্যমান হওয়ার ন্যায় জ্বিনদের মাঝে দেহহীন খবিস রুহ ও বিদ্যমান যা অকাঠ্যভাবে প্রমানীত। তাই যদি জ্বিনেরা দেহ কাঠামো পরিধান করে, তাহলে হুবহু মানব শরীরের ন্যায় তাদের ও অস্তিত্ব পাওয়া সম্ভব। একইভাবে মানব আকৃতির এই অনিষ্ট মানুষ গুলোও যদি দেহহীন হয় তারা ও শরীর হীন খবিস জিনদের ন্যায় তাদের অস্তিত্ব পাওয়া যাবে। বলাবাহুল্য, এই তীব্রতর মনোভাবের উপর ভিত্তিকরে একটি বতিল মাযহাব ও হুকুম সাব্যস্থ করেছে যে, মানব আকৃতির অত্যান্ত নিকৃষ্ট খবিস রুহ সমূহ মৃত্যুর পরে শয়তানে রুপান্তরিত হয়। জানা কথা যে, **উত্তম কোন কিছু যদি নষ্ট হয় তাহলে অনুত্তম বা নিম্নমুখী কোন কিছু থেকে ও আরও বেশী নষ্ট হয়**। উদাহরণ স্বরুপ **দুধ** কিংবা দধি যদি নষ্ট হয় তাহলে এটাকে খাওয়া সম্ভব,পনির হয়, কিন্তু **তৈল** যদি নষ্ট হয় তাহলে তীব্রতর নষ্ট হওয়ার কারণে আর এটা খাওয়া সম্ভব হয় না। এমনকি এটা কখন ও বিষাক্ত বস্তুতে রুপ নেয়। তাই একইভাবে সৃষ্টিজীবের সর্বোৎকৃষ্ট সম্মানীত এমনকি সবচেয়ে উচ্চমানের সৃষ্টি মানুষ যদি নষ্ট হয়, তাহলে সে নিকৃষ্ট প্রাণীর চাইতেও আরও বেশী নিকৃষ্টের রুপ নেয়। পচাঁ কোন দুর্গন্ধের কারণে আগত স্বাদ অর্জনে আগত পোকার ন্যায় এবং দংশনকারী সর্পের ন্যায় দংশন করত: প্রশান্তি উপভোগ করার মত ভ্রষ্টতার গোবরে ও কাদা ছুড়াছুড়িতে আবদ্ধ হয়ে এবং খবিস চরিত্রের দ্বারা এই মানুষ স্বাদ উপভোগ করে ও গর্ব করে, তারি সাথে অন্ধকারের পর্দায় থাকা অনিষ্টতা থেকে ও হত্যাযোগ্য অপরাদ থেকে আনন্দ উপভোগ করে। স্বভাবগতভাবে শয়তানের ধোকার মায়াজালে প্রবেশ করে। এভাবে জ্বিন শয়তানের ন্যায় মানব শয়তানের অস্তিত্বকে অকাট্যভাবে প্রমানিত করে।

দ্বিতীয়তঃ উনত্রিশতম বাণীতে (সোজলার ৫০৪) শত শত স্পষ্ট দলিলের দ্বারা রুহানী ও ফিরিস্তাদের অস্তিত্বকে প্রমানীত হয়েছে। ঐ অসংখ্য দলিল সমূহ অনিষ্ট জিননামী শয়তানদের অস্তিত্ব ও প্রমান করা হয়েছে। এই ক্ষেত্রে উক্ত বাণীর প্রতি পড়ার উৎসাহ দিচ্ছি।

তৃতীয়তঃ কায়েনাতের সর্বপ্রকার উত্তম কর্মসূচীর নীয়ম-নীতির জন্যে নির্ধারিত প্রতিনিধি ও নিদর্শক এর ভূমিকায় ব্যস্থরত হওয়া ফিরিস্তাদের অস্তিত্ব সকল ধর্মের ঐক্যমতে বাস্তব ও প্রমানীত হওয়ার ন্যায় অনুত্তম বা অনিষ্টতর কার্যক্রমের প্রতিনিধিত্বকারী ও সংবাদ বাহককারীগণ এবং ঐ কার্যকলাপে নিয়ম-নীতির মাধ্যম সমূহ হওয়া খবিস রুহ সমূহ এবং শয়তানদের শয়তানীকে পাওয়াটা হিকমত ও হাক্বিক্বাতের দৃষ্টিকোনে অকাট্য ও অস্তিত্বময়। বরং অনিষ্টকর কার্যক্রমের মাঝে সজিব এক পর্দার অবস্থায় থাকাটা একান্তই জরুরী, কারণ হল বাইশতম বাণীর প্রথম দিকে উল্লেখীত হওয়ার ন্যায় **সবাই সবকিছুর প্রকৃত ও পরম সৌন্দর্যতাকে দেখতে পায় না**। এই জন্যে বাহ্যিক ক্ষতি সমূহ ও অমঙ্গলীয় দিক থেকে মহান খালিক্বে যুল-জালালের বিপরীতে কোন আপত্তি না করে এবং তার রহমতের তরে দোষারোপ করতে না পারে এবং তার হিকমত কে সমালোচিত করতে না পারে এবং অন্যায়ভাবে অভিযুক্ত করতে না পারে এই উদ্দেশ্য লক্ষকে সামনে রেখে বাহ্যিক এক মাধ্যমকে সকল ক্ষেত্রে পর্দা স্বরুপ রেখে দিয়েছেন। ফলে আপত্তি সমালোচনা ও অভিযোগ সবকটি গিয়ে ঐ পর্দায় পড়ে এই জন্যে যে, যেন মহান খালিকে করিম ও হাকিমে মুতলাক্ব ঐ মহান সত্তার উপর গিয়ে পতিত না হয়। উদাহরণ হিসেবে যেমনটি **মৃত্যুবরনকারী বান্দার ঘৃন্য ক্ষোভ থেকে হযরত আজরাইল আ. কে বাঁচানোর জন্যে মৃত্যু মুহুর্তের অবস্থা সৃষ্টির জন্যে রোগকে পর্দা বানানো হয়েছে**। একইভাবে হযরত আজরাইল আ. কে রুহ কবজের জন্যে মাধ্যম হিসেবে পর্দা করা হয়েছে। যেন এই মৃত্যু নামীয় নৃশংস কৃপাহীনতার প্রভাবের ধরুন আগত আপত্তির সময় জনাবে আল্লাহর প্রতি সরাসরি গিয়ে না পড়ে। একইভাবে আরও উচ্চ মানের অকাট্যতার সাথে অনিষ্টতা থেকে এবং অমার্জিত বিষয়াদি থেকে আগত অভিযোগ ও সমালোচনা যেন খালিকে যুল-জালালের প্রতি গিয়ে পতিত না হয় সেই কারনে প্রতিপালনের হিকমত স্বরুপ, শয়তানের অস্তিত্বের সৃষ্টিতে অপরিহার্য স্বরুপ অনুমোদিত করেছেন।

চতুর্থতঃ মানব ছোট্ট এক জগত হওয়ার ন্যায় পৃথিবীটাও বড় এক মানুষ। এই ছোট মানুষ বড় ঐ মানুষের মধ্যে পাওয়া সার্বিক নমুনা নকশা সমূহের মৌলিক ব্যাপার গুলো বড় ঐ মানুষের মধ্যে পাওয়া আবশ্যকীয়ভাবে খুজে পাওয়া সম্ভব। উদাহরণ হল যেমনটি মানুষের মধ্যে থাকা স্মৃতিশক্তি অস্তিত্ব বিশ্বজগতে লওহে মাহফুজের অস্তিত্ব তুল্য বিষয়টা এক অকাট্য প্রমাণ স্বরুপ। একইভাবে মানুষের মধ্যে থাকা ক্বলবের এক কোনায় উপস্থিত শয়তানি লুম্মা নামক বর্ণিত একটি প্ররোচনাময় অস্ত্র এবং সন্দেহপ্রবন কল্পনা শক্তির প্রভাবের দ্বারা কথা বলাকারী একটি শয়তানী ভাব প্রকাশের মধ্যে জিহবা এবং অনিষ্টতায় আবদ্ধ কল্পনা শক্তি যা ছোট এক শয়তানের হুকুমকে অতিক্রমি হওয়ার ধরুন এমনকি এই শক্তি সমূহের ব্যক্তি সত্ত্বার ইচ্ছার বিপরীত ও মনোবাসনার উল্টো অবস্থান নেয়ার ধারন-ক্ষমতা অনুভূতিপ্রবন ও আত্মোপলব্ধি প্রবন সকলেই এই অবস্থা সমূহের প্রবনতা স্বীয় নফসে দেখতে পাওয়াটা হল এই পৃথিবীতে বড় বড় শয়তানদের অস্তিত্ব হওয়াটার ব্যাপারে অকাট্য এক দলিল সাব্যস্থ হয়। এবং এই শয়তানি লুম্মা (প্ররোচনা) ও সন্দেহবান কল্পনা শক্তি কর্ণ ও জিহবা হওয়া থেকে পরিস্কার যে, এই গুলো কে ফুতকার ও কথা বলানোতে বাহ্যিক এক অনিষ্টময় স্বতন্দ্র সত্ত্বার অস্তিত্বকে পরিয্যাপ্ত থাকাটা প্রমান করে।

এগারতম ইশারাঃ কোরআনে হাকিম পরিস্কারভাবে বলে দিচ্ছে যে, পথভ্রষ্টদের,অনিষ্টদের অনিষ্টতার ফলে কায়েনাতের রাগান্বিত হওয়া এবং মৌলীক জাগতিক উপাদান সমূহের (আগুন, মাঠি, বায়ু, পানি) এ পদান্বিত

হওয়া এবং সমস্ত সৃষ্টিকুল ও ক্ষিপ্ত হয় এমনকি ক্ষুদ্ধ হয় প্রমানীত। অর্থাৎ নুহ আ. এর গোত্রের উপর যেমনটি আসমান জমিনের সমন্বয়ে আগত তোফান। এবং আদ ও সামুদ কওমের উপর তাদের অস্বীকারের ফলে আগত বায়ুর আক্রমন এবং ফেরআউনের দলের উপর আগত পানি ও সাগরের ক্ষুদ্ধতা এবং কারুনের উপর মাঠির আক্রোশ তেমনি কুফুরি বন্ধনে আবদ্ধদের ব্যাপারে আসবে পরকালীন ক্ষোভ যা تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ (মূলক ৮) এই আয়াতের দ্বারা বুঝায় জাহান্নামের ক্ষুদ্ধতা ও ক্ষোভকে ফুটিয়ে তুলে। এমনকি অন্যান্য সৃষ্টিকুলের ব্যবহার যারা কুফুরির তরে সংবদ্ধ তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়াটা নিতান্ত স্পষ্ট এবং অলৌকিক রুপে খোদাদ্রুহী ও পথভ্রষ্টদের দিবালোকের ন্যায় দমক ও সতর্ক করে।

প্রশ্ন: কেনই বা এমন মানুষের যে সামান্য তুচ্ছ তার গুরুত্বহীন অনিষ্টময় আমলের কারনে এবং তার ব্যক্তিগত গোনাহের কারণে বিশ্বজগত এত ক্ষোভ ও রাগান্বিত হবে?

উত্তর: অধিকাংশ রিসালা সমূহে এবং চলমান ইশারা সমূহে প্রমানীত হওয়ার ন্যায় কুফুরী ও ভ্রষ্টতা যা ভীতিকর এক বাড়াবাড়ির নামান্তর এবং সার্বজনীন সৃষ্টিকুলের সাথে সংশ্লিষ্টপূর্ণ এক অন্যায় ও হত্যাযজ্ঞ ব্যাপার। তার কারণ হলো: কুল কায়েনাতের সৃষ্টির মহান এক উদ্দেশ্য হল মানুষের ইবাদাত ও অনুসরনের দ্বারা থাকা। অথচ আহলে কুফুর এবং ভ্রষ্টতায় বেষ্টিতরা কুফুরীরর অস্বীকৃতির দ্বারা সৃষ্টিজীবের মৌলীক উদ্দেশ্যের কারণ সমূহ ও চিরন্তগ্নতার কারন হওয়া ঐ মহান উদ্দেশ্য ও ফলাফলের লক্ষকে প্রত্যাখ্যান করার জন্যে সার্বজনীন মাখলুকাতের অধিকারকে এক প্রকার সীমালঙ্গন প্রবন আচরন করত: সার্বিক শিল্প ও কারিগরপূর্ণ এই সৃষ্টির আয়না সমূহের থেকে প্রস্ফুটিত হওয়া এবং সৃষ্টি শিল্পের মূল্যায়ন সমূহকে দর্পনীয় দৃষ্টিকোনে এগুলোকে সুউচ্চতর স্থরে স্থাপন কারী এলাহির ইসিম সমূহের তজল্লী সমূহকে অস্বীকার করার কারণে ঐ সুমহান পবিত্র ইসিম সমূহের সম্মুখে এক ধরনে অবহেলা দূর্বলচেতা প্রভাব প্রকাশের ন্যায় **সমগ্র সৃষ্টি শৈল্পের মূল্যায়নকে নিচু করার সাথে ঐ মহান শিল্প সমূহকে এক প্রকার অবমাননা করার শামিল** এমন আচরণ ফুটে উঠে। একইভাবে সমগ্র সৃষ্টি শিল্পের প্রত্যেকটি একেকটি উচ্চতর দায়ভারের দায়িত্বের সাথে দায়িত্ববান, একেকটি রাব্বানী কর্মচারী থাকা কালে কুফুরীর মাধ্যমে নিরব থেকে নিস্প্রান বিলীতময় অনর্থক এক মাখলুকের অবস্থান প্রদর্শন করা থেকে পরিস্কার যে, সমগ্র সৃষ্টিকুলের প্রতি এক ধরণের অবহেলা অবমাননাকর অচরণ স্পষ্টিত। অত:এব যেহেতু সর্বপ্রকার পথভ্রষ্ট অবস্থাভেদে কমবেশী তামাম কায়েনাতের নিরংকুশ উদ্দেশ্যময় খোদায়ী হিকমত স্বীয় অনিষ্টতার এবং দুনিয়ার গতিময়তার সোবহানী মাকসাদ সমূহকে ক্ষত বিক্ষত করে তাই গোনাহগারদের এবং আহলে দালালাতের বিপরীত কায়নাত গোস্বায় ফেটে পড়ে, সৃষ্টিকুল ক্রধান্বীত হয়, বস্তুজগত ক্ষিপ্ত হয়। হে অতিক্ষুদ্রাকৃতি ও ছোট দেহের এবং জুলুমে ও অপরাদে বড় এবং ক্রুটি ও পাপের ক্ষেত্রে ব্যাপক মানুষ! এই কায়েনাতের ক্ষিপ্ততা থেকে সৃষ্টিকুলের ঘৃনা থেকে বস্তু জগতের ক্ষুব্ধতা থেকে যদি তুমি নিজেকে বাচাঁতে চাও, তাহলে তোমার উপায় হল, কোরআনে হাকিমের পবিত্র বেষ্টনে বেষ্টিত হওয়া এবং এই কোরআনের প্রচারক হওয়া রাসুলে আকরাম সা. এর প্রশংসাময় সুন্নাতে সানিয়ার ভিতরে প্রবেশ করা এবং অনুসরন করা।

দ্বাদশ ইশারা: চরটি প্রশ্ন ও উত্তর।

প্রথম প্রশ্ন: সীমিত এক জীবনে সীমিত গোনাহের ঠিক বিপরীত অসীম এক শাস্তি এবং সীমাহীন, অনন্ত এক জাহান্নামে প্রেরণ করা কিভাবে সুবিচার হবে?

উত্তর: বিগত ইশারা সমূহ থেকে বিশেষ করে এই ইশারার পূর্বে এগারোতম ইশারায় মজবুত ভাবে স্পষ্ট হয়েছে যে, কুফুর এবং দালালাতের অপরাধ সীমাহীন অপরাদের অবস্থান রাখে এমনকি এই অপরাধ অসীম এক অধিকারকে লঙ্ঘন কারীর সামিল হওয়ার সাথে সর্বনাশকারীও। এই জন্য সুবিচারের সাব্যস্থ্ হয়।

দ্বিতীয় প্রশ্ন: শরীয়তে বলা হয়েছে যে, জাহান্নাম হল কর্মের প্রতিদান স্বরুপ কিন্তু জান্নাত হল আল্লাহর অনুগ্রহ স্বরুপ। এখানে হিকমতের নেপথ্য কি রয়েছে?

উত্তর: বিগত ইশারা সমূহে বর্ণনা করা হয়েছ যে, মানুষ অনস্থিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনত এক আংশিক ইচ্ছাশক্তির দ্বারা এবং আংশিক এক কর্মের অর্জনের মাধ্যমে এক অস্তিত্বহীন নতুবা এক স্বইচ্ছায় বিবেচ্য বিষয়ের রুপকার হওয়ার দ্বারা এবং এর অস্তিত্ব প্রদানের দ্বারা ভয়ংকর ধ্বংস ও অনিষ্টতার কারণ হওয়ার ন্যায় নফস ও প্রভৃত্তির সার্বক্ষনীক মন্দ পৃষ্টতায় ও ক্ষতিকর দিকে অবনত ও ধাবিত হওয়ার কারণে ঐ ছোট খাটো অর্জনের ফলাফল থেকে অর্জিত হওয়া পাপসমূহে দায়িত্বভার তার উপর বর্তায়। তার কারণ হল তার নফস এটা চেয়েছিল এবং স্বীয় ইচ্ছায় অর্জনের মাধ্যমে কর্মের প্রাপ্তির কারণে পরিণত হয়েছিল। এবং অনিষ্ট কর্ম অস্তীত্বহীন হওয়ার কারণে বান্দা তা অস্তিত্বে নিয়ে আসায় তার কর্তায় রুপান্তরিত হয়, সাথে সাথে আল্লাহ ও তা সৃষ্টি করেন। ফলে অবশ্যই ঐ সীমাহীন অপরাদের দায়ভার, অসীম আযাব এর দ্বারা পরিণতি ভোগ করাটা যথোপযুক্ত হয়। অন্যদিকে পুণ্য ও উত্তম কর্ম সমূহ যেহেতু অস্তিত্বময়, সার্বক্ষণিক, সে কারণে মানুষ যা অর্জন করে এবং আংশিক ইচ্ছাশক্তি এগুলোর মাধ্যম হওয়ার ক্ষেত্রে মৌলীক কর্তা হতে পারে না মানুষ সৎকর্মসমূহে প্রকৃত অর্জনকারি হতে পারে না। এমন কি নফসে আম্মারা ও (কু-প্রভৃতি) ভাল কাজের পক্ষপাতি নহে বরং এই ক্ষেত্রে রহমতে এলাহি এই সৎকর্ম সমূহকে ইচ্ছাপোষন করে এবং কুদরতে রাব্বানী এগুলোকে অস্তিত্ববান করেন। তবে মানুষ শুধুমাত্র বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে। এভাবে অধিকারী হওয়ার পর ঐ উত্তম কর্ম সমূহ আসলে তাহাকে পূর্বে দানকৃত অস্তিত্ব ও ঈমানের নেয়ামত সমূহের ন্যায় বিগত সর্বপ্রকার এলাহির নেয়ামত সমূহের ক্ষেত্রে কেবল শুকরিয়া ছাড়া অন্য কিছু করেনা। মানুষের পুন্যসমূহ তার প্রাপ্ত নেয়ামতের সাথে সংশ্লিষ্ট।

অন্য দিকে আল্লাহর প্রদত্ত ওয়াদা যা জান্নাত প্রদানের ক্ষেত্রে, এটাতো কেবল এলাহীর অনুগ্রহের সাথে প্রদানের নমুনা। বাহ্যিক ভাবে যদি দেখতে মনে হয় প্রতিদান প্রকৃত পক্ষে জান্নাত দান করা হল, আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ্ অর্থাৎ পাপ কর্মের দায়ভার হল নফসের এই জন্যে এর প্রতিদান ও স্বয়ং এই নফসের প্রাপ্য। আবার নেক আমলে কর্তাও কার্যকারণ উভয়ই মহান আল্লাহর তরফ থেকে সম্পাদিত। মানুষ কেবল ঈমানের মাধ্যমে অধিকারী হয়। সুতরাং উত্তম কর্মে আমি আমার প্রতিদান চাই মানুষ বলতে পারে না বরং এলাহীর অনুগ্রহের আশা করার কথা বলতে পারবে।

তৃত্বীয় প্রশ্ন: বিগত আলোচনা সমূহ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, পাপাচার প্রসার ও জবরজস্তির সাথে অন্যের অধিকার হরণ দ্বারা একটি গোনাহ হাজারে রুপ নেয়, অপর দিকে নেক আমল অস্তিত্বময় হওয়ার ধরুন বস্তুগত দিক থেকে বৃদ্ধি হয় না এমনটি বান্দার দ্বারা না হওয়াতে ও তার নফসের এখানে কোন দখল না থাকাতে কোন সোয়াব না লেখাটাই উচিৎ অথবা বড়জোর একটি লেখা উচিৎ বা সম্ভব। প্রশ্ন হলো, তাহলে কেন পাপের ফলে একটি গোনাহ লেখা হয় আর পুন্য কর্মের ফলে দশটি বা কখনও হাজারটি সোয়াব লেখা হয়?

উত্তর: জনাবে হক্ব মহান আল্লাহ এর দ্বারা তার রহমতের পরিপূর্ণতাকে এবং রাহিমিয়্যাতের মহাসৌন্দর্যতা প্রদর্শন করেন।

চতুর্থ প্রশ্ন: আহলে গোমরাহের কৃতকর্মে অর্জিত সফলতা এবং তাদের প্রদর্শিত স্বামর্থ এমকি আহলে হিদায়াতের উপর তাদের বিজয় প্রমান করে যে, আহলে দালালাত যেভাবেই হোক একটি শক্তি ও হাক্বিক্বাতের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ হয় আহলে হিদায়াতের মধ্যে দূর্বলতা রয়েছে নতুবা আহলে দালালাতের মধ্যে কোন হাক্বিক্বাত বিদ্যমান রয়েছে?

উত্তর: সম্পুর্ণ ভূলকথা। না তাদের মাঝে হাক্বিক্বাত রয়েছে না আহলে হক্বের মধ্যে দূর্বলতা রয়েছে। কিন্তু দু:খের বিষয় হল, বেশীর ভাগ বিবেকহীন এক শ্রেণীর সাধারণ মানুষ ইতস্ততায় নিমজ্জিত হয়ে অনাকাংখিত ধোকায় পড়ে রয়েছে। ফলে আক্বিদা বিশ্বাসের ক্ষতিতে আবদ্ধ হয়ে আছে। কারণ তারা বলছে যে, যদি আহলে হক্বের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ হক্ব ও হাক্বিক্বাত থাকত তাহলে এই পর্যায়ের পরাজয় ও লাঞ্চনায় তারা পড়ার কথা নয়, কেননা হাক্বিক্বাতের মধ্যেই শক্তি বিদ্যমান। اَلْحَقُّ يَعْلُو وَلَا يُعْلٰى عَلَيْهِ (হক্ব সার্বক্ষনীক বিজয় লাভ করে তার উপর কেউ বিজয়ী হয়না) এই নিয়মের ধারাবাহিকতায় শক্তি হল হক্বের উপর। যদি আহলে হক্বের বিপরীত বিজয়ী হওয়া এই আহলে দালালাতের কোন প্রকার শক্তি ও বাস্তবিক সক্ষমতা না থাকত, তাহলে বাতিল অবশ্যই পরাজিত হওয়া উচত ছিল। আহলে হক্বের পরাজয় মুলত শক্তিহীনতা থেকে হাক্বিক্বাতের অনুপস্থিতি থেকে না হওয়াটা পূর্ববর্তী ইশারা সমূহে অকাট্যভাবে প্রমাণীত হয়েছে। একইভাবে আহলে বাতিলের বিজয় ও তাদের শক্তি সমূহ থেকে ও সক্ষমতা বা নির্ভরশীল ক্ষেন্দ্রকে অর্জন করা থেকেও নহে, এটাও বিগত ইশারা সমূহে স্পষ্ট আলোচনা হয়েছে। আসলে এই প্রশ্নের উত্তরটা হল পূর্ববর্তী ইশারার সারমর্ম ক্রমিক উত্তর হিসেবে বিবেচ্য। এখানে শুধুমাত্র যড়যন্ত্রের ও বাতিলের ব্যবহৃত এক প্রকার অস্ত্রের সারসংক্ষেপ ইশারা প্রদান করব। আর তা হল।

আমি বারংবার দৃষ্টিপাত করেছি যে শতাংশে দশভাগ আহলে ফ্যাসাদকারী শতাংশে নব্বই ভাগ নিষ্টাবান লোককে পরাজিত করেছিল। বড়ই নাজোকভাবে চিন্তা করলাম। সুক্ষভাবে চিন্তা করে অটুটভাবে বুঝলাম যে, বাতিলের ঐ বিজয় শক্তি থেকে, ক্ষমতা থেকে অর্জন হচ্ছে না। বরং তাদের তৈরীকৃত ফ্যাসাদ ফিতনা ও কুচক্রিতা নোংরামী ধ্বংস ও **আহলে হক্বের নিজেদের মাঝের মতবিরোধিতার সুযোগ নিয়ে তারা এই অর্জন করছে**। তাদের মধ্যে ইখতিলাফের অবস্থান তৈরী করত: দূর্বলতার অংশ সমূহে হাত বাড়িয়ে ভেজাল ফুপিয়ে দিয়ে, মনোভাবনার ভিতরে অনুগত বীজকে ব্যবহার করে, ব্যক্তি স্বার্থের বিদ্বেষকে উস্কিয়ে দিয়ে, মানুষের প্রকৃতিতে থাকা মন্দ পদার্থের অন্তর্ভূক্ত যোগ্যতাকে একে অপরের মাঝে শ্রতি-কঠোর করে এবং শান-সৌকতের প্রলোভনের মায়াজালের কপটতাকে প্রদর্শন করে মনের মধ্যে থাকা ফেরআউনীপনা উস্কিয়ে দিয়ে, নির্মমতার দৃষ্টিতে ধ্বংসাবশেষ অবস্থানের ভীতি ফুটিয়ে তুলে এক অর্জন করার অধিকারী তারা হচ্ছে। এবং তারা সাময়ীক শয়তানী কু-প্রভূতি ও চক্রান্ত থেকে সত্যনিষ্টবানদের উপর বিজয়ী হচ্ছে। তবে والعاقبة للمتقين (মুত্তাক্বিরাই চূড়ান্ত সফলকাম) উক্ত আয়াতাংশের নির্দেশনা অনুযায়ী এবং اَلْحَقُّ يَعْلُو وَلَا يُعْلٰى عَلَيْهِ উক্ত কায়দার সামর্থানুযায়ী তাদের এই সাময়ীক বিজয় অর্জন উপকারের দৃষ্টিতে তাদের জন্যে আসলে অনর্থক গুরুত্বহীন হওয়ার সাথে সাথে তাদের জন্যে জাহান্নাম ও হক্বের জন্যে জান্নাতের মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত। সুতরাং দালালাতের মধ্যে যেহেতু শক্তিহীনদেরকে মনে হয় শক্তিবান আর অমূল্যায়নের যোগ্য যারা তারা যা খ্যাতী অর্জনকারী বিবেচিত হচ্ছে এই সুবাদে কিছু লোক যারা স্বার্থান্বেশী যশের পূজারী, লোক দেখানো এবং যারা অতি কপট যে, অল্প কিছুতে স্বীয় ক্ষমতা দেখাতে লোভী ভয়-ভীতির প্রস্থ করনে ও ক্ষতিকর অনিষ্টতার

দৃষ্টিতে এক অবস্থান অর্জনের জন্যে সত্যবাদীদের বিরুধিতায় ইচ্ছাকৃতভাবে সংযুক্ত অবস্থান নেয়। যাতে করে সবাই তার প্রতি আকর্ষিত হয় ও সবাই তাকে চিনতে পারে। এবং তার শক্তি ও ক্ষমতা দ্বারা নহে বরং দায়িত্ববানরা এই সুযোগে অবহেলা ও স্বীয় কর্ম থেকে ত্যাগ করার ফলে ঐ মন্দ লোকের সবাই স্বরণাপন্ন হয়। ফলে ক্ষতি ও ধ্বংসময় পরিস্থিতি তৈরী করে সকল যেন বলাবলি করতে থাকে ঐ লোকটিই সবচেয়ে ভাল। সত্যনিষ্ট ব্যক্তিরা খারাপ। উদাহরণ হিসেবে যেমনটি কোন অনৈতিক লোক খ্যাতি অর্জনের লক্ষে নামাজের স্থান মসজিদে প্রস্রাব করল যেন সবাই তার ব্যাপারে আলোচনা করতে থাকে অথচ তার ব্যাপারে সকলেই লানত এর দোয়ার কামনার দ্বারা ও আলোচনা করেছিল, মূলত বদদোয়া হল ভ্রষ্ট লোকটির প্রতি কিন্তু সকলের নজরে আসতে পেরে সে এমন মন্দ খ্যাতির জনক হয়ে উঠল।

হে চিরস্থায়ী দুনিয়ার জন্যে সৃষ্টিত এবং ক্ষনস্থায়ী দুনিয়াতে মৃত্যু হওয়া অসহায় মানুষ!

فمابكت عليهم السماء والارض (আসমান জমিন যাদের মৃত্যুতে ক্রন্দন করেনি (দুখান ২৯)) আলোচ্য আয়াতের রহস্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করে কর্ণপাত কর! দেখ তা কি বলছে বাহ্যিক অনুবাদের ঘোষনা করছে যে, আহলে দালালাতের মৃত্যুতে মানবের সাথে সংশ্লিষ্ট এই আসমান জমিন এদের জানাযাতে ক্রন্দন করছেনা। অর্থাৎ তাদের মৃত্যুতে আকাশ ও জমিন তারা আনন্দিত হচ্ছে। এবং প্ররোক্ষভাবে বুঝাচ্ছে যে, আহলে হক্বের মৃত্যুতে তারা ক্রন্দন করে তাদের থেকে বিচ্ছেদ ইচ্ছাপোষণ করে না। তার কারণ হল, ঈমানদারদের সাথে সমস্ত সৃষ্টিকুল সম্পর্কিত তাদের উপর তারা সন্তুষ্ট। ঈমানের দ্বারা তারা কায়েনাতের স্রষ্টাকে চিনে ও এই জন্যে কায়েনাতের মূল্যায়ন করে সম্মান ও ভালবাসা প্রদর্শন করে। এরাতো আহলে দালালাতের ন্যায় অপমান ও অন্তর কুঠিলতা দ্বারা শত্রুতা পোষন করে না।

হে মানুষ! চিন্তা কর! সর্বক্ষন নিশ্চিত তুমি মৃত্যুবরন করবেই। তাই যদি তুমি স্বীয় নফস ও শয়তানের তাবেদারী করাতে ব্যাস্থ থাক, তাহলে তোমার নিকটআত্মীয় ও এমনকি আসপাশের সবাই তোমার মৃত্যূতে তোমার অনিষ্টতা থেকে মুক্তি পেয়েছে বলে আনন্দিত হবে। আর যদি আউযু বিল্লাহিমিনা শাইতানির রাজিম বলে মহান কুরআনের ও রহমানের হাবিব যিনি মুহাম্মদ সা. এর অনুসারী হও তাহলে ঐ সময় আসমান জমিন সমস্ত সৃষ্টিকুল স্বীয় অবস্থান থেকে তোমার অবস্থানের ধারানুসারে তোমার মৃত্যুতে প্রভাবিত হয়ে, ব্যথিত হয়ে ক্রন্দন করবে। সর্বোচ্চমানের এক শোক প্রকাশের মাধ্যমে এবং চমৎকৃত এক পন্থায় বিদায় সম্বর্ধনার সাথে কবরের দরজায় প্রবেশ ধারের চিরকালীন দুনিয়াতে তোমার মর্যাদা অনুযায়ী তোমার জন্যে সাদর সম্ভাষনের কিরন ফলিত হওয়াতে ইঙ্গিত প্রদান করে ও করবে।

ত্রয়োদশ ইশারাঃ এখানে তিনটি নুকতা রয়েছে।

প্রথম নুকতাঃ শয়তানের সব চেয়ে বড় একটি ষড়যন্ত্র হল ঈমানী হাক্বিক্বাতের বিস্তৃতীর ক্ষেত্রে সীমিতমনা ও দূরদর্শীহীন এবং সংকীর্ণ চিন্তাশক্তির মানুষদের কে প্ররোচনা দেওয়া। সে তাদেরকে এভাবে বলে যে, একক এক সত্ত্বা, যিনি সমস্ত অনু-পরমানু নক্ষত্ররাজী এবং অন্যান্য সৃষ্টিকুলকে সকল অবস্থায় তার সুনিয়ন্ত্রিত হিকমতের দ্বারা পরিচালনা করেন, ব্যবস্থাপনা চালিয়ে যান। এরকম অতি জটিল আকস্মিক বড় মাপের কাজকে একক এই সত্ত্বার নিয়ন্ত্রন কিভাবে বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে? এমন বিষয় কিভাবে অন্তরে স্থান দেওয়া সম্ভব? কিভাবে এমনটি চিন্তাশক্তি গ্রহণ করতে পারে? এভাবে প্রশ্নের উদ্রগ তৈরী করে মানুষের অক্ষমতাকে পুঁজি করে তার মধ্যে দ্বিধাগ্রস্থ অবস্থার সৃষ্টি করে এক প্রকার অস্বীকৃতির আবির্ভাব তৈরী করে।

জবাবঃ শয়তানের এই প্ররোচনার ষড়যন্ত্রকে নিশ্চুপ করার কৌশল, অস্ত্র হল, আল্লাহু আকবার। এবং এর মৌলীক উত্তরও হল আল্লাহু আকবার এর মধ্যে নিহিত। এই জন্যেই ইসলামের নিদর্শনাবলীর মধ্যে অসংখ্যবার আল্লাহু আকবারের পূনরাবৃত্তি এই অক্ষম শক্তি এবং দূর্বল ক্ষমতা ও সংকীর্ণ চিন্তাশক্তি এরকম বড় মাপের সীমাহীন হাক্বিক্বাত সমূহকে আল্লাহু আকবারের আলোর নূরের দ্বারা দর্শন করে ঐ হাক্বিক্বাত সমূহকে বহন করে যায় এবং আল্লাহু আকবারের গন্ডির আশপাশে জীবন যাপন করে সাথে সাথে প্ররোচিত অন্তরকে বলে যে, এই কায়েনাতের অতি সুশংখলীত পরিচালনা ও পরিভ্রমন স্পষ্টত দৃশ্যমান হচ্ছে। এ কথার দুটি পথ রয়েছে। একটি হল এরকম হওয়া সম্ভব। তবে এটা যদিও অনেক বড় এক ব্যাপার এবং আশ্চর্যের ব্যাপার। আর বাস্তবিকই ভাবে এমন আকস্মীক ব্যাপার এরকম বিস্ময়কর প্রেক্ষাপটের সাথে হওয়াটাই মানান সই। তাই এই পথ হল এমন যে, সৃষ্টিকুল এমনকি সমগ্র অনু-পরমানু এর সীমাহীন সংখ্যার দৃষ্টিতে অস্তিত্বের সাক্ষীস্বরুপ আওতাভূক্ত হওয়া এক মহান একক সত্ত্বা ও তার সামাদানী শক্তির প্রতিপালনের দ্বারা ও তার ইচ্ছার দ্বারা তার ক্ষমতার দ্বারা হওয়াটাই স্বাভাবিক।

দ্বিতীয়টি হলোঃ শিরক ও কুফুরীর পথ হল এমন যে, যা কোনভাবে যুক্তি যুক্ত নহে এবং তা সাধ্যের বাহিরের নহে। কারনটা হল, বিশতম মাকতুবে ও বাইশতম বাণীতে আলোচনা করে প্রমাণীত হয়েছে। এক্ষেত্রে কায়েনাতের প্রত্যেক এমন অস্তিত্বের মধ্যে এবং এমনকি প্রত্যেক অনু পরমানুতে একটি সার্বিক সক্ষমতা সম্পন্ন প্রভূত্ব এবং এমন **এক ইলিম জরুরী** যে, যা সার্বজনীন বেষ্টনের সক্ষমতা রাখে এবং অসীম এক ক্ষমতা শক্তির উপস্থিতিকে দাবি রাখে। যেন এই ইলিম দ্বারা সৃষ্টি কুলকে স্বীয় ক্ষমতা বলে দেখতে পাওয়া সীমাহীন স্থরের শৃংখলা নিয়মনীতি এবং অতি সুক্ষ পরিমাপ ও স্বকীয়তাসহ নিপুনতার ও সুসজ্জিত শৈল্পিকতার সক্ষমতা হওয়া এক কারুকার্যের অস্তীত্ব যেন পাওয়া যায়। আর এটাই আল্লাহর বড়ত্বের মাঝে বিদ্যমান। মোটকথাঃ যদি মহা দয়াময় গৌরবময় রুবুবিয়্যাতের যথোপযুক্ত ও যথাযত কর্মতৎপরতার অস্তিত্ব না হয় তাহলে সর্ব ক্ষেত্রে অযৌক্তিক ও অসম্ভব এক পথকে অনুসরন করা আবশ্যক হয়ে অসম্ভব ও অনুপযুক্ত পথে প্রবেশ করনটা তখন শয়তানের ও প্ররুচিত পথকে হার মানানো জরুরী হয়ে পড়বে।

দ্বিতীয় নুকতাঃ শয়তানের গুরুত্বপূর্ণ এক ষড়যন্ত্র হল মানুষকে তার ভূলের জন্যে স্বীকারুক্তি না করানোতে উৎসাহ দান। ফলে ক্ষমা ও পানাহারের পথ যেন বন্দ হয়ে যায়। একই সাথে মানুষের নফসের মধ্যে আত্মহংকার দ্বারা তাকে ধ্বংস করে ফেলে। যাতে করে নফস নিজের প্রতি নিজে আইন বিশেষজ্ঞের ন্যায় প্রতিবাদী হয়ে উঠে। নির্দোষ প্রমানে ব্যাস্থ থাকে। সচরাচর দৃষ্টিতে নিজেকে দোষমুক্ত মনে করে। হাঁ শয়তানের অনুসারী কোন নফস স্বীয় পাপ ত্রটিকে দেখতে চায় না। আর কখনো দেখেও যদি তাহলে শত ব্যাখ্যা বাহানার উপায় দাড় করায়।

وَ عَيْنُ الرِّضَا عَنْ كُلِّ عَيْبٍ كَلِيلَةٌ

(মোহাবিষ্ট চক্ষু ত্রুটি খুজে পায় না) আলোচ্য কথার সুক্ষমতানুযায়ী ব্যক্তি স্বীয় নফসকে সন্তুষ্ট চিত্তে থাকানোর কারণে স্বীয় ভূল ভ্রান্তি দেখতে পায় না। স্বীয় দোষত্রুটি দেখতে না পাওয়ার স্বীকার ও করে না যে ভূল করেছে। ক্ষমা ও চায় না। আশ্রয় পানাহ ও চায়না শয়তানের মশকরার পাত্র হয়। হযরত ইউসুফ আ. এর ন্যায় একজন মহান পয়গাম্বর পর্যন্ত ও বলেছেন

وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِى اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّى

(আমি আমার নফসকে নির্দোষ দাবী করি না প্রত্যেক নফসই মন্দ কাজের প্রতি কুমন্ত্রনা দানকারী কেবল আমার রবের রহম ব্যতীত) সূরা ইউসুফ-৫৩

তিনি এমনটি বলার পরও কিভাবে নফসের উপর ভরসা করা যায়? নিজের নফসকে যে দোষারুপ করে সে স্বীয় দোষক্রুটি দেখতে পায়। স্বীকার ও করে ক্ষমা প্রার্থনা করে, ক্ষমা প্রার্থনাকারী আল্লাহর দরবারে আশ্রয় প্রার্থনাও করে, আশ্রয় প্রার্থনাকারী শয়তানের চক্রান্ত থেকে নিজেকে বাচাতে পারে। **নিজের দোষক্রুটি দেখতে না পাওয়াটা আরও বড় একটি দোষ সাব্যস্থ হয়**। স্বীকার না করাটা আরও বড় এক ক্ষতিকর বিষয় গণ্য হয়। যদি নিজের ভূল ভ্রান্তি দেখতে পায়, বুঝে তাহলে এটা দোষক্রুটি থেকে মুক্ত করে এবং স্বীকার যদি করে তাহলে ক্ষমার যোগ্য হয়।

তৃতীয় নুকতা: মানুষের সামাজিক জীবনকে ধ্বংসকারী একটি শয়তানী ষড়যন্ত্র হল এটা যে, একজন মুমিনের একটি মাত্র পাপ-ক্রুটির কারণে সমস্ত পূণ্যকর্মকে ভূলে গিয়ে পর্দাবৃত করা। তাই শয়তানের এই চক্রান্তময় ষড়যন্ত্র অনুসরনকারী বেইনসাফি মানুষেরা একজন মুমিনের সাথে শত্রুতা ভাবাপন্ন ব্যবহার করে। অথচ মহান আল্লাহ তায়ালা হাসরের ময়দানে সুনিপূন ইনসাফ আদালতের দ্বারা সর্বোচ্চ মিযানের দাড়িপাল্লায় বান্দার কর্ম সমূহকে যখন মাপ দিবেন তখন তিনি ভাল ও মন্দের দৃষ্টিতে পূণ্যতাকে ভারি ও পাতলার বিবেচনায় হুকুম দিবেন। একি সাথে পাপের মাধ্যম সমূহ অনেক ও তার সম্পাদন সহজতর হওয়াতে ক্ষেত্র বিশেষে একটি মাত্র পূণ্যের সাথে অনেক পাপকে পর্দাবৃত করবেন। অর্থাৎ এই দুনিয়াতে ও খোদায়ী আদালতের ন্যায় জীবন যাপনে ব্যবহার করা জরুরী। যদি কোন ব্যক্তির পূণ্যকর্ম সমূহ, মন্দকর্ম সমূহ থেকে অধিক পরিমান নতুবা গুণের ক্ষেত্রে বেশী গুনপুর্ণ হয়, তাহলে ঐ ব্যক্তিতো ভালবাসা ও সম্মান পাওয়ার অধিকারী। এমনকি মূল্যবান কোন উত্তমকর্মের কারণে তার অন্যান্য বেশকিছু গুণাহের সম্মুখে রহম, ক্ষমার দৃষ্টিতে থাকানো উচিত। অথচ মানুষ স্বভাব প্রকৃতির শিরার ধারাবাহিকতায় এবং শয়তানের প্ররোচনার দ্বারা একজন ব্যক্তির শত খানিক নেক আমল থাকার পরও একটি মাত্র মন্দ গুণের কারণে বাকী সকল গুনপূর্ণ কর্মকে ভূলে যায়। একজন মুমিন ভাইয়ের সম্মুখে দুশমনির চোখে আচরণ করে। ফলে গুনাহের মধ্যে পতিত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরুপ যেমন কোন মাছির ছোট পাখাকে যখন চুখের উপর রাখলে বিশাল আকারের একটি পাহাড়কেও পর্দাবৃত করে, দেখতে পারে একই রকম ও মানুষ অসৎ নিয়তের ধরুন ছোট এই মাছির ডানার ন্যায় একটি মাত্র পাপের কারণে পাহাড় তুল্য পূণ্যকর্ম সমূহকে আবৃত করে নেয়, ভূলে যায়। মুমিন ভাইয়ের সাথে শত্রুতা পোষণ করে। মানুষের জন্যে সামাজিক জীবনের ক্ষেত্রে এক ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের কারণ হয়ে দাড়ায়।

শয়তানের এই ষড়যন্ত্রের ন্যায় অন্য **আরেকটি চক্রান্ত** হল মানুষের চিন্তা ফিকিরের বিশুদ্ধতাকে বিনষ্ট করা ঈমানের হাক্বিক্বাত সমূহের ঠিক বিপরীত সুষ্ট বিচার বিশ্লেষন নষ্ট করে এবং প্রতিষ্টিত, সুষ্ট চিন্তা চেতনাকে ধাধায় ফেলে বিনষ্ট করে থাকে। উদাহরণ হল এমন যে, একটি ঈমানের হাক্বিক্বাতের সাথে সংশ্লিষ্ট শত শত প্রমানিক দলিল সমূহের হুকুমকে নেতিবাচক পথে সরবরাহকারী এক হুকুমের সাথে ঈমানী শক্তিকে নষ্ট করতে চায়। অথচ **প্রতিষ্টিত নিয়ম হল কোন প্রমানকারী দলিল অসংখ্য বাতিল প্রমানের চেয়ে অধিক গ্রহনীয়তার যোগ্য**। একটি মামলার স্পষ্ট সাক্ষী অসংখ্য অস্বীকার কারীর বিপরীতে প্রাধান্য যোগ্য। এই হাক্বিক্বাতকে নিম্নের উপমাতে লক্ষ কর। একটি প্রাসাদের শত শত দরজা বন্ধ রয়েছে। একটি মাত্র খোলা রয়েছে। এই দরজা দ্বারা ঐ প্রাসাদে প্রবেশ করা সম্ভব। প্রবেশ করে অন্যান্য দরজা ও খোলা যায়। এখন যদি সমগ্র দরজা খোলা থাকে এক দুটি যদি বন্ধ করা থাকে তাহলে এটা বলা যায় না যে, ঐ প্রাসাদে প্রবেশ করা যাবে না। সুতরাং ঈমানের হাক্বিক্বাত সমূহ হল ঐ প্রাসাদতুল্য। ঈমানের পক্ষের প্রত্যেকটি দলিল হল এককেটি চাবি যা তার পক্ষের অবস্থানকে প্রমাণ করে এবং দরজা সমূহকে উন্মুক্ত করে। এখন একটি মাত্র দরজা বন্ধ হওয়ার দ্বারা ঐ অসংখ্য ঈমানের হাক্বিক্বাত সমূহ থেকে বিরত থাকা যায় না। এবং মুখ ফিরিয়ে অস্বীকার করা যায় না। ঠিক এই প্রেক্ষাপটে শয়তান বেশ কিছু মাধ্যমের উপর ভিত্তি স্থাপন করে কিংবা অবহেলা নতুবা অজ্ঞতার মাধ্যমে মানুষকে বন্ধ থাকা একটি দরজাকে সামনে তুলে ধরে প্রতিষ্টিত সমস্ত ঈমানী হাক্বিক্বাত

সমূহকে দৃষ্টির আড়ালে রেখে দেয়, ফলশ্রুতিতে এভাবে বুঝায় যে, এই প্রাসাদে প্রবেশ করা অসম্ভব। হয়তু এটা কোন প্রাসাদই নহে এর ভিতরে আসলে কিছু নেই। বলে বলে ধোকায় ফেলে।

সুতরাং হে নিরুপায় মানুষ তুমি শয়তানের ষড়যন্ত্র সমূহে বন্ধি হয়ে আছো। যদি তুমি দ্বীনদারীর জীবন, ব্যক্তিগত জীবন ও সামাজীক জীবনের শান্তির কথা বলতে চাও এবং যদি তুমি শূষ্ট চিন্তা ফিকির সুদৃঢ় অবস্থান এবং অন্তরের প্রশান্তি চাও, তাহলে ক্বোরআনের সুস্পষ্ট বিধিবিধানের পাল্লার দ্বারা এবং নবীজির আদর্শের নিক্তির দ্বারা স্বীয় আমল সমূহ ও স্বীয় চিন্তা-চেতনাকে মেপে নাও। সর্বক্ষন ক্বোরআন ও নবী সা. এর সুন্নাতকে রাহবার হিসেবে গ্রহণ করা এবং

اعوزبالله من الشيطان الرجيم বলে বলে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর। ফলশ্রুতিতে আলোচিত তেরটি ইশারা হল তেরটি চাবি। ব্যাখ্যা বর্ণনা ও ভাষাশিল্পীর অনন্য মু'জিযা অর্থাৎ কোরআনের সর্বশেষ সূরা এবং আউযুবিল্লাহর সম্প্রসারিত রুপ ও খাজিনা হল এই যে,

اَسْتَعِيذُ بِاللهِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ * مَلِكِ النَّاسِ * اِلٰهِ النَّاسِ * مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ * الَّذِى يُوَسْوِسُ فِى صُدُورِ النَّاسِ * مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ *

উক্ত সূরার অনতিক্রম্য দুর্গ রক্ষিত প্রাসাদের ফটক হল ঐ তেরটি চাবির মাধ্যমে খোল। এখানে প্রবেশ করো এবং প্রশান্তি ও নিরাপত্তা অর্জন করো। রেফঃ লাম'আলার ৭০

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ